ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম পর্ব: আল-ফিকহ বিভাগ

ফিকহ ৫ম পত্র: দিরাসাতুল ফাতাওয়া (পত্র কোড-৬৩১১০৫)

খ বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

গ্রন্থকার পরিচিতি

প্রশ্ন-০১: ইমাম সিরাজুদ্দীন-এর বংশ পরিচয়, জ্ঞানার্জন কেন্দ্রিক তার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।] [اكتب ملخصا عن سيرة الإمام سراج الدين، مركزا على نسب، وطلب للعلم.]

প্রশ্ন-০২: [সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে ইমামের ইলমী মর্যাদা কী ছিল? তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থাবলি ও শিষ্যদের নাম উল্লেখ কর।] [ما هي مكانة الإمام العلمية بين علماء عصره؟ واذكر أشهر مؤلفاته وتلاميذه.]

প্রশ্ন-০৩: [ইমাম সিরাজুদ্দীন সম্পর্কে আলেমদের মন্তব্যগুলো আলোচনা কর এবং তাঁর ইলমী গুণাবলি (মানাক্বিব) কী ছিল?] [تحدث عن الأقوال التي قالها العلماء في الإمام سراج الدين، وما هي مناقبه العلمية؟]

গ্রন্থ পরিচিতি

প্রশ্ন-০৪: ['আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান কর। এবং এটি রচনার কারণ কী?] [عرف كتاب "الفتاوى السراجية" تعريفا موجزا - وما هو سبب تأليفه؟]

প্রশ্ন-০৫: [নির্ভরযোগ্য হানাফী ফাতাওয়া গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এর মর্যাদা কী?] [ما هي منزلة "الفتاوى السراجية" بين كتب الفتاوى الحنفية المعتمدة؟]

জানাযা : جنازة

প্রশ্ন-০৬: [হানাফীদের মতে জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি কী এবং এর পদ্ধতি কেমন?] [ما هي شروط صحة صلاة الجنازة وكيفيتها عند الحنفية؟]

প্রশ্ন-০৭: [হানাফী ফিকহ অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো এবং দাফনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।] [تحدث عن أحكام تغسيل الميت وكيفية دفنه حسب الفقه الحنفي.]

প্রশ্ন-০৮: [শহীদ এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির জানাযার নামাযের হুকুম কী? এবং দুটির মধ্যে পার্থক্য কী?] [ما هو حكم صلاة الجنازة على الشهيد والغائب؟ وما الفرق بينهما؟]

الأيمان : কসম/শপথ

প্রশ্ন-০৯: [কসমের প্রকারভেদ (যেমন ইয়ামিনুল গামুস ও লাগ্ব) কী কী? এবং প্রতিটি প্রকারের হুকুম কী?] [ما هي أنواع الأيمان (كالغموس واللغو)؟ وما هو حكم كل نوع؟]

প্রশ্ন-১০: [কোনো শর্তের সাথে যুক্ত কসমের ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গ (হিনস) কীভাবে বাস্তবায়িত হয়? এবং এর একটি উদাহরণ দাও।] [كيف يتحقق الحنث (الحلف) في اليمين المعلقة على شرط؟ واذكر مثالا لذلك.]

الحدود : শাস্তি/হদ

প্রশ্ন-১১: [শরীয়তের পরিভাষায় 'হদ' (শাস্তি)-এর সংজ্ঞা দাও। যিনার হদ কার্যকরের শর্তাবলি কী কী?] [عرف "الحد" شرعا - وما هي شروط إقامة حد الزنا؟]

প্রশ্ন-১২: [অপবাদের হদ (সতী নারীকে যিনার অপবাদ দেওয়া)-এর বিধান কী? এবং কখন এ হদ বাতিল হয়ে যায়?] [ما هو حد القذف (اتهام المحسن بالزنا)؟ ومتى يسقط هذا الحد؟]

السرقة : চুরি

প্রশ্ন-১৩: [হানাফী ফিকহে চোরের হাত কাটা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি কী কী? এবং গ্রহণযোগ্য নিসাব (নির্দিষ্ট পরিমাণ) কী?] [ما هي شروط وجوب قطع السارق في الفقه الحنفي؟ وما هو النصاب المعتبر؟]

প্রশ্ন-১৪: [হানাফী ফিকহে কীভাবে 'চুরি' এবং "জোরপূর্বক দখল"-এর মধ্যে পার্থক্য করে? এবং উভয়ের হুকুম কী?] [كيف يفرق الفقه الحنفي بين "السرقة" و "الغصب" وما هو حكم كل منهما؟]

প্রশ্ন-১৫: [কখন চুরির হদ বাতিল হয়ে যায়? এবং যে ব্যক্তি নিকটাত্মীয়ের (যেমন পিতার) ঘর থেকে চুরি করে, তার হুকুম কী?] [متى يسقط حد السرقة؟ وما هو حكم من سرق من بيت قريب (كالأب)؟]

الكراهية : মাকরূহ

প্রশ্ন-১৬: [হানাফী মাযহাবে মাকরূহএর প্রকারভেদ (তাহরীমি ও তানযিহি)-এর সংজ্ঞা দাও, এবং উভয়ের একটি করে উদাহরণ দাও।] [عرف أقسام الكراهة (التحريمية والتنزيهية) في الحنفية، واذكر مثالا لكل.]

প্রশ্ন-১৭: ['আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এ পানাহার সম্পর্কিত মাকরূহের কিছু মাসয়ালা সম্পর্কে আলোচনা কর।] [تحدث عن بعض مسائل الكراهية المتعلقة بالأكل والشرب في الفتاوى السراجية.]

الاستحسان : ইসতিহসান

প্রশ্ন-১৮: ['ইসতিহসান'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। একে উৎস হিসেবে গণ্য করার জন্য হানাফীদের দলিল কী?] [عرف "الاستحسان" لغة واصطلاحا - وما هو دليل الحنفية على اعتباره مصدرا؟]

প্রশ্ন-১৯: [মাকরূহ ও ইসতিহসানের মধ্যে সম্পর্ক কী? এবং ইসতিহসান কীভাবে মাকরূহ থেকে মুক্তির উপায় হতে পারে?] [ما هي العلاقة بين الكراهية والاستحسان؟ وكيف يمكن أن يكون الاستحسان مخرجا من الكراهية؟.]

اللقيط : পরিত্যক্ত শিশু

প্রশ্ন-২০: ['পরিত্যক্ত শিশু' (আল-লাক্বীত)-এর সংজ্ঞা দাও। হানাফী ফিকহে তার বংশ, অভিভাবকত্ব এবং ভরণপোষণের বিধান কী?] [عرف "اللقيط" - وما هي أحكام نسبه وولايته ونفقته في الفقه الحنفي؟]

প্রশ্ন-২১: [পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে নেওয়ার হুকুম কী? এবং তা কুড়িয়ে নেওয়ার বিধান দেওয়ার পেছনে শরীয়তের রহস্য কী?] [ما هو حكم التقاط اللقيط؟ وما هي الحكمة من مشروعية التقاطه؟]

اللقطة : পড়ে থাকা বস্তু

প্রশ্ন-২২: ['পড়ে থাকা বস্তু' (আল-লুক্বতাহ)-এর সংজ্ঞা দাও। তা কুড়িয়ে নেওয়ার শর্তাবলি কী, যাতে তা জোরপূর্বক দখল (গসব) হিসেবে গণ্য না হয়?] [عرف "اللقطة" - وما هي شروط التقاطها حتى لا يعد غصبا؟]

প্রশ্ন-২৩: [হানাফী ফিকহে পড়ে থাকা বস্তুর ঘোষণার পদ্ধতি এবং এর সময়কাল ব্যাখ্যা কর। কুড়িয়ে নেওয়া ব্যক্তি কখন এর মালিক হতে পারে?] [اشرح كيفية تعريف اللقطة ومدته في الفقه الحنفي - ومتى يمتلك الملتقط اللقطة؟]

الصيد والذبائح : শিকার ও জবাই

প্রশ্ন-২৪: [শরীয়তসম্মত জবাই শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি কী (যবাইকারী ও যন্ত্রে)? এবং বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার হুকুম কী?] [ما هي شروط صحة الذبح الشرعي (في الذابح والآلة)؟ وما هو حكم ترك التسمية؟]

প্রশ্ন-২৫: [প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী প্রাণী (কুকুর ও পাখি) দ্বারা শিকার শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি ব্যাখ্যা কর।] [اشرح شروط صحة الصيد بالجوارح المدربة (كلبا وطائرا)؟]

الأضاحي : কুরবানী

প্রশ্ন-২৬: ['কুরবানী' (আল-উদ্বহিয়্যাহ)-এর সংজ্ঞা দাও। হানাফী মাযহাবে এর হুকুম কী এবং এর দলিল কী?] [عرف "الأضحية" وما هو حكمها في المذهب الحنفي ودليله؟]

প্রশ্ন-২৭: [কুরবানীতে অংশগ্রহণের (শরীক হওয়ার) বিধান ব্যাখ্যা কর। হানাফী মাযহাবে কুরবানীর চামড়া বিক্রি করার হুকুম কী?] [اشرح أحكام الاشتراك في الأضحية - وما هو حكم بيع جلد الأضحية في الحنفية؟]

القضاء : বিচার ব্যবস্থা

প্রশ্ন-২৮: [হানাফী ফিকহে বিচারককে নিয়োগ দেওয়ার শর্তাবলি কী কী? তাঁর জন্য ইজতিহাদ করার ক্ষমতা কি শর্ত?] [ما هي شروط تولية القاضي في الفقه الحنفي؟ وهل يشترط اجتهاده؟]

প্রশ্ন-২৯: [বিচারকের আদব এবং বিচারিক মজলিসে বাদী-বিবাদীর সাথে তাঁর আচরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।] [تحدث عن أدب القاضي وكيفية تعامله مع الخصم في مجلس القضاء.]

الدعوى : মামলা

প্রশ্ন-৩০: ['মামলা/দাবী' (আল-দা'ওয়া)-এর সংজ্ঞা দাও এবং বিচারক কর্তৃক ফয়সালা দেওয়ার জন্য তার শুদ্ধতার শর্তাবলি কী?] [عرف "الدعوى" وما هي شروط صحتها لينتقل القاضي إلى الحكم؟]

প্রশ্ন-৩১: [সাক্ষ্যপ্রমাণ সাংঘর্ষিক হলে মামলার তদন্ত কীভাবে করা হয়? এবং এই অধ্যায়ে কসমের ভূমিকা কী?] [كيف يتم التحقيق في الدعوى عند تعارض البينات؟ وما هو دور اليمين في هذا الباب؟]

الإقرار : স্বীকারোক্তি

প্রশ্ন-৩২: ['স্বীকারোক্তি' (আল-ইক্বার)-এর সংজ্ঞা দাও এবং স্বীকারকারীর স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি কী?] [عرف "الإقرار" وما هي شروط المقر لصحة إقراره؟]

প্রশ্ন-৩৩: [মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় স্বীকারোক্তির হুকুম কী (যেমন ঋণের ক্ষেত্রে)? এবং স্বীকারকারী কি তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসতে পারে?] [ما هو حكم الإقرار في مرض الموت (للدين مثلا)؟ وهل يرجع المقر عن إقراره؟]

প্রশ্ন-৩৪: [হদ ও কিসাস সম্পর্কিত স্বীকারোক্তির বিধান ব্যাখ্যা কর। স্বীকারকারী ফিরে এলে কি রায় প্রভাবিত হবে?] [اشرح أحكام الإقرار بالحدود والقصاص - وهل يتأثر الحكم برجوع المقر فيها؟]

الوكالة : ওকালতি

প্রশ্ন-৩৫: ['ওকালতি' (আল-ওয়াকালা)-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর রুকনগুলো কী? কোন্ কোন্ বিষয়ে ওকালতি শুদ্ধ হয় এবং কখন ওকালতি শুদ্ধ হয়না?] [عرف "الوكالة" وما هي أركانها؟ وفيما تصح الوكالة ومتى لا تصح؟]

প্রশ্ন-৩৬: [ক্রয়-বিক্রয়ের ওকালতি সম্পর্কে আলোচনা কর। উকিলের নিজের জন্য বিক্রি করার হুকুম কী?] [تحدث عن الوكالة بالبيع والشراء - وما هو حكم بيع الوكيل لنفسه؟]

القصاص : কিসাস

প্রশ্ন-৩৭: ['কিসাস' (প্রতিশোধ)-এর সংজ্ঞা দাও। হানাফীদের মতে ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি কী কী?] [عرف "القصاص" - وما هي شروط وجوبه في القتل العمد عند الحنفية؟]

প্রশ্ন-৩৮: [কিসাস থেকে 'ক্ষমা' (আল-আফউ)-এর মাসয়ালা সম্পর্কে আলোচনা কর। অর্থের বিনিময়ে ক্ষমা করার (আপোষ) হুকুম কী?] [تحدث عن مسألة "العفو عن القصاص - وما هو حكم العفو مقابل مال (الصلح)؟]

الفرائض : ফারাইয

প্রশ্ন-৩৯: ['উত্তরাধিকার' (আল-ইরস)-এর সংজ্ঞা দাও। 'আসহাবুল ফুরূয' কারা? এবং স্বামী বা স্ত্রীর নির্ধারিত অংশের পরিমাণ উল্লেখ কর।] [عرف "الإرث" ومن هم "أصحاب الفروض"؟ واذكر مقدار نصيب الزوج أو الزوجة.]

প্রশ্ন-৪০: ['হাজব (বঞ্চিত করা)-এর মাসয়ালা ব্যাখ্যা কর। হাজবে নুকসান (অংশ হ্রাস), এবং হাজবে হির্মান (সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?] [اشرح مسألة الحجب (الحرمان) وما هو الفرق بين حجب النقصان وحجب الحرمان؟]

প্রশ্ন-৪১: [হানাফী মাযহাবে 'যাবিল আরহাম' (রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়)-এর উত্তরাধিকারের হুকুম কী? এবং কখন তারা উত্তরাধিকারী হয়?] [ما هو حكم "ذوي الأرحام" في الميراث في المذهب الحنفي؟ ومتى يرثون؟]

الخنثى : উভয় লিঙ্গের ব্যক্তি

প্রশ্ন-৪২: ['অস্পষ্ট উভয় লিঙ্গের ব্যক্তি' (আল-খুনসা আল-মুশকিল)-এর সংজ্ঞা দাও। তার লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য কোন কোন আলামতের উপর নির্ভর করা হয়?] [عرف "الخنثى المشكل" - وما هي العلامات التي تعتمد لتحديد جنسه؟]

প্রশ্ন-৪৩: [ফারাইযের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট উভয় লিঙ্গের ব্যক্তির উত্তরাধিকার কীভাবে বণ্টন করা হয়? নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর।] [كيف يتم تقسيم ميراث الخنثى المشكل في الفرائض؟ اشرح الطريقة المعتمدة.]

الحيل والمخارج : কৌশল ও সমাধান

প্রশ্ন-৪৪: ['শরীয়তসম্মত কৌশল' (আল-হিয়াল আল-শারইয়্যাহ)-এর সংজ্ঞা দাও। ফিকহে জায়েয এবং নিষিদ্ধ কৌশলের মানদণ্ড কী?] [عرف "الحيل الشرعية" - وما هو ضابط الحيلة الجائزة والممنوعة في الفقه؟]

প্রশ্ন-৪৫: [হানাফী উৎস থেকে কসম বা লেনদেন অধ্যায়ের একটি জায়েয কৌশলের উদাহরণ দাও।] [اذكر مثالا لحيلة جائزة في باب الإيمان أو باب البيوع من مصادر الحنفية.]

آداب المفتي والتنبيه على الجواب
মুফতির আদব

প্রশ্ন-৪৬: ['মুফতি' কে? ফাতওয়া প্রদানের জন্য তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইলমী (জ্ঞানগত) ও আমলী (বাস্তবিক) শর্তাবলি কী?] [من هو "المفتي"؟ وما هي أهم شروطه العلمية والعملية للإفتاء؟]

প্রশ্ন-৪৭: [উত্তর তৈরি করার ক্ষেত্রে এবং মাসয়ালার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে মুফতির কিছু আদব (যেমন : ইখলাস ও সূক্ষ্মতা) ব্যাখ্যা কর।] [اشرح بعض آداب المفتي في صياغة الجواب والتنبيه على المسألة (كالإخلاص والتدقيق)]

গ্রন্থকার পরিচিতি

প্রশ্ন-০১: ইমাম সিরাজুদ্দীন-এর বংশ পরিচয়, জ্ঞানার্জন কেন্দ্রিক তার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (اكتب ملخصا عن سيرة الإمام سراج الدين، مركزا على نسب، وطلب للعلم.)

উত্তর: ভূমিকা: হানাফী মাযহাবের পরবর্তী যুগের (মুতাআখখিরিন) ফকীহগণের মধ্যে ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-ওশি (রহ.) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং একজন উচ্চমানের কবি। তাঁর রচিত 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' এবং 'কাসিদায়ে বাদউল আমালি' তাঁকে অমর করে রেখেছে।

নাম ও বংশ পরিচয় (الاسم والنسب): তাঁর পূর্ণ নাম আলী। পিতার নাম উসমান। দাদার নাম মুহাম্মদ। অর্থাৎ—আলী ইবনে উসমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে দাউদ ইবনে সুলাইমান। তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম হলো **'আবুল হাসান'** এবং **'আবু মুহাম্মদ'**। তাঁর লকব বা উপাধি হলো **'সিরাজুদ্দীন'** (দ্বীনের প্রদীপ)। তাঁর নিসবাহ বা সম্বন্ধ হলো **'আল-ওশি'** (ফারগানা অঞ্চলের ওশ শহরের দিকে সম্বন্ধিত), **'আল-ফারগানী'** এবং মাযহাবের দিক থেকে **'আল-হানাফী'**। জীবনীকারগণ তাঁকে এভাবে উল্লেখ করেন: **" هُوَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ سِرَاجُ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُوشِيُّ الْفَرْغَانِيُّ الْحَنَفِيُّ."**

জন্ম ও শৈশব (المولد والنشأة): তিনি হিজরি ষষ্ঠ শতকের শুরুর দিকে বর্তমান কিরগিজস্তানের ফারগানা উপত্যকার 'ওশ' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ওশ ছিল তৎকালীন সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্র। শৈশবেই তিনি সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন।

জ্ঞানার্জন (طلب العلم): ইমাম সিরাজুদ্দীন তাঁর নিজ শহরের প্রখ্যাত আলেমদের কাছে ফিকহ ও হাদিস শাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য তৎকালীন মাওয়ারাননাহার (Transoxiana)-এর বিভিন্ন ইলমী মারকাজে সফর করেন। তিনি ইলমে কালাম (আকিদা), ফিকহ, উসুলুল ফিকহ এবং সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিশেষ করে হানাফী ফিকহে তিনি 'আসহাবুত তারজীহ' (প্রাধান্য দেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন)-এর স্তরে উন্নীত হন। তাঁর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা সম্পর্কে বলা হয়: **" ارْتَحَلَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَأَخَذَ عَنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ زَمَانِهِ حَتَّى بَرَعَ فِي الْمَذْهَبِ."** (তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য সফর করেছেন এবং যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমদের থেকে ইলম গ্রহণ করে মাযহাবের ওপর পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেছেন।)

তিনি ৫৬৯ হিজরি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং লেখালেখিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের সঠিক তারিখ নিয়ে মতভেদ থাকলেও ৫৬৯ হিজরির পর কোনো এক সময় তিনি ইন্তেকাল করেন।

প্রশ্ন-০২: সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে ইমামের ইলমী মর্যাদা কী ছিল? তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থাবলি ও শিষ্যদের নাম উল্লেখ কর। (ما هي مكانة الإمام العلمية بين علماء عصره؟ واذكر أشهر مؤلفاته وتلاميذه.)

উত্তর: ভূমিকা: ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-ওশি (রহ.) তাঁর যুগে কেবল ফারগানা বা মধ্য এশিয়ায় নয়, বরং পুরো মুসলিম বিশ্বে একজন নির্ভরযোগ্য ফকীহ ও মুতাকাল্লিম (ধর্মতাত্ত্বিক) হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইলম ও আমলের সমন্বয়ে তিনি ছিলেন আলেমদের জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ।

ইলমী মর্যাদা (المكانة العلمية): সমসাময়িক আলেমদের কাছে তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধাভাজন। হানাফী মাযহাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসয়ালাগুলোর সমাধানে তাঁর ফতোয়া চূড়ান্ত বলে গণ্য হতো। ফিকহ ছাড়াও আকিদা শাস্ত্রে তিনি মাতুরিদি মতাদর্শের একজন শক্তিশালী প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর রচিত 'বাদউল আমালি' কবিতাটি আকিদা শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে। জীবনীকার ইবনে কুতলুবুগা (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন: **" كَانَ إِمَامًا فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، حَافِظًا لِلْمَذْهَبِ، بَصِيرًا بِالْعَرَبِيَّةِ."** (তিনি ছিলেন উসুল ও ফুরু—উভয় শাখায় ইমাম, মাযহাবের হাফিজ বা সংরক্ষক এবং আরবি ভাষায় গভীর পণ্ডিত।)

বিখ্যাত গ্রন্থাবলি (مؤلفاته): ইমাম সিরাজুদ্দীন বেশ কিছু কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ১. **আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ (الفتاوى السراجية):** এটি হানাফী ফিকহের একটি নির্ভরযোগ্য ফতোয়া গ্রন্থ, যা আমাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। ২. **বাদউল আমালি (بدء الأمالي):** এটি তাওহীদ ও আকিদা বিষয়ক একটি বিখ্যাত কাসিদা বা কবিতা। একে 'কাসিদায়ে লামিয়া'ও বলা হয়। আরবি মাদরাসাগুলোতে এটি আজও পাঠ্য। এর শুরু হয়েছে এভাবে: **" يَقُولُ الْعَبْدُ فِي بَدْءِ الْأَمَالِي ... لِتَوْحِيدٍ بِنَظْمٍ كَاللَّآلِي "** ৩. **গুরারুল আখবার (غرر الأخبار ودرر الأشعار):** হাদিস বিষয়ক গ্রন্থ। ৪. **নিসাবুল আখবার (نصاب الأخبار):** এটিও হাদিস শাস্ত্রের ওপর রচিত।

শিষ্যদের নাম (تلاميذه): ইমাম সিরাজুদ্দীনের হাতে অসংখ্য ছাত্র তৈরি হয়েছে যারা পরবর্তীতে বড় আলেম হয়েছেন। যদিও ঐতিহাসিক তথ্যে তাঁর নির্দিষ্ট ছাত্রদের তালিকা খুব কম পাওয়া যায়, তথাপি জানা যায় যে, ফারগানা অঞ্চলের কাজি ও মুফতিদের এক বিশাল অংশ তাঁর কাছে ইলম শিক্ষা করেছেন। তাঁর কিতাব ও ফতোয়াগুলো তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন-০৩: ইমাম সিরাজুদ্দীন সম্পর্কে আলেমদের মন্তব্যগুলো আলোচনা কর এবং তাঁর ইলমী গুণাবলি (মানাক্বিব) কী ছিল? (تحدث عن الأقوال التي قالها العلماء في الإمام سراج الدين، وما هي مناقبه العلمية؟)

উত্তর: ভূমিকা: কোনো ব্যক্তির মহত্ত্ব বোঝা যায় তাঁর সম্পর্কে সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের মনীষীদের মন্তব্যের মাধ্যমে। ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-ওশি (রহ.)-এর পাণ্ডিত্য, তাকওয়া এবং সাহিত্য প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অনেক প্রখ্যাত আলেম।

আলেমদের মন্তব্য (أقوال العلماء فيه): ১. **ইমাম আব্দুল কাদের আল-কুরাশী (রহ.)** তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ' (الجواهر المضية في طبقات الحنفية)-তে লিখেছেন: "**هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، سِرَاجُ الْأَنَامِ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْجَلِيلَةِ.**" (তিনি শাইখুল ইসলাম, মানবজাতির প্রদীপ এবং মহান গ্রন্থাবলির রচয়িতা।) ২. **হাজী খলিফা (রহ.)** তাঁর 'কাশফুজ জুনুন' (كشف الظنون) গ্রন্থে 'ফাতাওয়া সিরাজিয়া' এবং 'কাসিদায়ে আমালি'-এর প্রশংসা করতে গিয়ে ইমাম সিরাজুদ্দীনকে "**الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ**" (মহাজ্ঞানী ইমাম) হিসেবে অভিহিত করেছেন। ৩. **আল্লামা লাখনভী (রহ.)** তাঁকে ফিকহ ও কালাম শাস্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ বলে উল্লেখ করেছেন।

ইলমী গুণাবলি বা মানাক্বিব (المناقب العلمية): ইমাম সিরাজুদ্দীনের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- **১. ফিকহী প্রজ্ঞা (الفقاهة):** তিনি কেবল মাসয়ালা মুখস্থ করতেন না, বরং মাসয়ালার পেছনের ইল্লত (কারণ) ও হিকমত বুঝতে পারতেন। তাঁর ফতোয়াগুলো ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সারগর্ভ।
- **২. কাব্যপ্রতিভা ও সাহিত্যজ্ঞান:** একজন ফকীহ হয়েও তিনি ছিলেন উঁচুদরের কবি। তাঁর 'বাদউল আমালি' কাসিদাটি আরবি সাহিত্যের এক

অনন্য নিদর্শন। জটিল আকিদার বিষয়গুলোকে তিনি কবিতার ছন্দে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

- **৩. সুন্নাহর অনুসরণ (اتباع السنة):** তিনি তাঁর ফতোয়া ও জীবনে সুন্নাহর কঠোর অনুসারী ছিলেন। বিদআতের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। তাঁর আকিদার কিতাবে তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতাদর্শকে অত্যন্ত শক্তিশালী দলিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন।
- **৪. ব্যবহারিক জ্ঞান:** তিনি কেবল তাত্ত্বিক আলেম ছিলেন না, বরং বিচার ব্যবস্থা (ক্বাযা) ও মুফতির দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান দিতেন। তাঁর কিতাবে 'নওয়াজিল' বা নতুন উদ্ভূত সমস্যার সমাধান বেশি পাওয়া যায়।

গ্রন্থ পরিচিতি

প্রশ্ন-০৪: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান কর। এবং এটি রচনার কারণ কী? (تعريفا "الفتاوى السراجية" عرف كتاب موجزا - وما هو سبب تأليفه؟)

উত্তর: ভূমিকা: হানাফী ফিকহে ফতোয়া গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। কিন্তু সংক্ষিপ্ততা, বিষয়বস্তুর বিন্যাস এবং ব্যবহারিক উপযোগিতার কারণে ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-ওশি (রহ.) রচিত 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। এটি হানাফী মাযহাবের মুফতিদের জন্য একটি অপরিহার্য রেফারেন্স বুক।

গ্রন্থের পরিচিতি (التعريف بالكتاب):

- **নাম:** গ্রন্থটির মূল নাম **'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'** (الفتاوى السراجية)। তবে কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে একে **'আল-ফাতাওয়া আল-ওশিয়্যাহ'** (الفتاوى الأوشية) নামেও উল্লেখ করা হয়েছে।
- **রচয়িতা:** সিরাজুদ্দীন আলী ইবনে উসমান আল-ওশি আল-হানাফী (মৃত: ৫৬৯ হি. পরবর্তী)।
- **বিষয়বস্তু:** এটি মূলত ফিকহী মাসয়ালা-মাসায়েলের সংকলন। এতে পবিত্রতা (তাহারাত) থেকে শুরু করে উত্তরাধিকার (ফারাইয) পর্যন্ত ফিকহের প্রায় সকল অধ্যায় স্থান পেয়েছে। তবে লেখক এতে তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা বা 'নওয়াজিল'-এর সমাধান বেশি দিয়েছেন।
- **বিন্যাস পদ্ধতি:** গ্রন্থটি ফিকহের প্রথাগত অধ্যায় অনুসারে সাজানো। কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুস সালাত—এভাবে অধ্যায়ভিত্তিক মাসয়ালাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষা অত্যন্ত সাবলীল ও সংক্ষিপ্ত।

রচনার কারণ (سبب التأليف): ইমাম সিরাজুদ্দীন গ্রন্থটির ভূমিকায় এটি রচনার কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি তৎকালীন সমাজের বিচারক ও মুফতিদের অনুরোধে এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে এটি সংকলন করেন। **১. সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ গ্রন্থের অভাব:** তাঁর সময়ে বড় বড় ফতোয়া গ্রন্থ ছিল, যা বহন করা বা থেকে মাসয়ালা বের করা কঠিন ছিল। তাই তিনি এমন একটি গ্রন্থ লিখতে চেয়েছিলেন যা " **صَغِيرُ الْحَجْمِ**

كَثِيرُ الْعِلْمِ" (আকারে ছোট কিন্তু জ্ঞানে ভরপুর)। ২. **নতুন সমস্যার সমাধান:** ফারগানা ও মধ্য এশিয়ায় এমন অনেক নতুন সমস্যা (যেমন—শপথের ক্ষেত্রে ফার্সি শব্দের ব্যবহার, নতুন ধরণের ব্যবসায়িক লেনদেন) দেখা দিয়েছিল, যার সমাধান পূর্ববর্তী কিতাবে ছিল না। ইমাম সিরাজুদ্দীন সেই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য এই গ্রন্থটি রচনা করেন। আরবি ভাষায় এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে: " **لِيَكُونَ تَذْكِرَةً لِلْمُفْتِينَ وَتَبْصِرَةً لِلْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ**." (যাতে এটি মুফতিদের জন্য স্মারক এবং বিচারক ও শাসকদের জন্য দিশারী হতে পারে।)

প্রশ্ন-০৫: নির্ভরযোগ্য হানাফী ফাতাওয়া গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এর মর্যাদা কী? (ما هي منزلة "الفتاوى السراجية" بين كتب الفتاوى الحنفية المعتمدة؟)

উত্তর: ভূমিকা: হানাফী মাযহাবের ফিকহী ভাণ্ডারে 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' একটি উচ্চমানের ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তী যুগের বড় বড় ফকীহ ও গবেষকগণ ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছেন এবং একে 'উসুল' বা মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

নির্ভরযোগ্যতা ও মর্যাদা (المنزلة والاعتماد): ১. মুফতা বিহি কিতাব: হানাফী মাযহাবে ফতোয়া প্রদানের জন্য যে কয়েকটি কিতাবের ওপর নির্ভর করা হয় (যেমন—ফাতাওয়া কাজিখান, হেদায়া), 'ফাতাওয়া সিরাজিয়া' তার অন্যতম। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার' (ফাতাওয়া শামী)-তে অসংখ্যবার এই গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি অনেক মাসয়ালায় বলেছেন: "**وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي السِّرَاجِيَّةِ**." (আর ফতোয়া তাই হবে যা সিরাজিয়াহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে।)

২. **জহিরু রিওয়ায়াহর সাথে সামঞ্জস্য:** এই গ্রন্থের অধিকাংশ মাসয়ালা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর শিষ্যদের 'জহিরু রিওয়ায়াহ' (প্রকাশ্য বর্ণনা)-এর ওপর ভিত্তি করে রচিত। খুব কম ক্ষেত্রেই লেখক দুর্বল বা 'শায' মত গ্রহণ করেছেন।

৩. **নওয়াজিল বা নতুন মাসয়ালার আধার:** হানাফী ফিকহের বিকাশে এই কিতাবের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষ করে অনারব অনুষঙ্গ, শপথের ভিন্নতা এবং বিচারিক কার্যক্রমে স্থানীয় প্রথার প্রয়োগ দেখানোর ক্ষেত্রে এই কিতাবটি অনন্য। এটি পরবর্তী

মুফতিদের শিখিয়েছে কীভাবে মাযহাবের উসুল ঠিক রেখে যুগের চাহিদার আলোকে ফতোয়া দিতে হয়।

৪. **তুলনামূলক অবস্থান:** যদিও 'ফাতাওয়া কাজিখান' বা 'আল-হিদায়া'-এর মতো এটি অতটা বিস্তৃত নয়, কিন্তু এর সংক্ষিপ্ততা এবং স্পষ্টতার কারণে এটি ছাত্র ও মুফতিদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এটি ফিকহের মূল পাঠ (Matn) এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা (Sharh)-এর মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে সহজ সমাধান প্রদান করে। এজন্য হানাফী ফিকহ চর্চায় বলা হয়: **"مَنْ حَفِظَ السِّرَاجِيَّةَ فَقَدْ حَازَ ثُلُثَ الْمَذْهَبِ."** (যে সিরাজিয়াহ আয়ত্ত করল, সে যেন মাযহাবের এক-তৃতীয়াংশ অর্জন করল।)

জানাযা : جنازة

প্রশ্ন-০৬: হানাফীদের মতে জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি কী এবং এর পদ্ধতি কেমন? (ما هي شروط صحة صلاة الجنازة وكيفيتها عند الحنفية؟)

উত্তর: ভূমিকা: মৃত মুসলমানের জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনার উদ্দেশ্যে যে বিশেষ নামায আদায় করা হয়, তাকে জানাযার নামায বলে। এটি জীবিতদের ওপর 'ফরযে কিফায়া'। হানাফী মাযহাবে এই নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাধারণ নামাযের শর্তাবলীর পাশাপাশি কিছু অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে এবং এর আদায়ের পদ্ধতিও সুনির্দিষ্ট। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' ও অন্যান্য হানাফী ফিকহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি (شروط صحة صلاة الجنازة): হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, জানাযার নামায সহিহ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করা আবশ্যক: ১. **মৃত ব্যক্তি মুসলিম হওয়া:** কাফের বা মুশরিকের জানাযা পড়া জায়েয নেই। আল্লাহ বলেন: **"وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا"** (তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তুমি কখনোই তার ওপর নামায পড়বে না)। ২. **পবিত্রতা (الطهارة):** মৃত ব্যক্তি এবং ইমাম ও মুক্তাদি—উভয়কেই পবিত্র হতে হবে। মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো এবং কাফন পরানো শর্ত। শরীর ও স্থান পাক হতে হবে। ৩. **লাশ উপস্থিত থাকা (حضور الميت):** হানাফী মতে, গায়েবানা জানাযা (লাশ অনুপস্থিত থাকা) সহিহ নয়। লাশ মুসল্লিদের সামনে থাকতে হবে। **আরবি ইবারত: "وَضْعُ الْجِنَازَةِ أَمَامَ الْمُصَلِّينَ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا عِنْدَنَا."** ৪. **লাশ মাটিতে রাখা:** লাশ কোনো বাহন বা পশুর পিঠে থাকলে নামায হবে না, জমিনে রাখতে হবে। ৫. **সতর ঢাকা ও কিবলামুখী হওয়া:** সাধারণ নামাযের মতোই।

জানাযার নামাযের পদ্ধতি (كيفية صلاة الجنازة): হানাফী মাযহাব মতে, জানাযার নামাযে কোনো রুকু বা সিজদা নেই; এটি মূলত ৪টি তাকবীরের সমষ্টি। পদ্ধতিটি নিম্নরূপ:

- **প্রথম তাকবীর:** ইমাম ও মুক্তাদিরা নিয়ত করে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাঁধবে এবং 'সানা' (সুবহানাকাল্লাহুম্মা...) পড়বে। সানা পড়ার সময় **"وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ"** অংশটি বাড়ানো মুস্তাহাব।

- **দ্বিতীয় তাকবীর:** হাত না উঠিয়ে দ্বিতীয় তাকবীর দেবে এবং দরূদে ইব্রাহিম (যা নামাযে পড়া হয়) পাঠ করবে।

- **তৃতীয় তাকবীর:** হাত না উঠিয়ে তৃতীয় তাকবীর দেবে এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করবে। প্রাপ্তবয়স্ক হলে নির্দিষ্ট দোয়া **"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا..."** এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে তার উপযুক্ত দোয়া পড়বে। **আরবি দলিল:** রাসুল (সা.) বলেছেন: **"إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ."** (যখন তোমরা মিতের ওপর নামায পড়ো, তখন একনিষ্ঠভাবে তার জন্য দোয়া করো)।

- **চতুর্থ তাকবীর ও সালাম:** চতুর্থ তাকবীর দেওয়ার পর কোনো দোয়া নেই। এরপর ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। হাত নামিয়ে ফেলবে।

উপসংহার: জানাযার নামায মূলত একটি দোয়ার অনুষ্ঠান। হানাফী মাযহাবে এর রুকন দুটি: ৪টি তাকবীর বলা এবং দাঁড়িয়ে নামায পড়া (কিয়াম)। এর সঠিক পদ্ধতি ও শর্ত মানা ছাড়া দায়িত্ব আদায় হবে না।

প্রশ্ন-০৭: হানাফী ফিকহ অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো এবং দাফনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর। (تحدث عن أحكام تغسيل الميت وكيفية دفنه حسب الفقه الحنفي.)

উত্তর: ভূমিকা: মৃত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামের নির্দেশ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, **"مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً."** (যে ব্যক্তি মিতকে গোসল দেয় এবং তার দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তাকে চল্লিশবার ক্ষমা করেন)। তাই সুন্নাহ সম্মত পন্থায় গোসল ও দাফন সম্পন্ন করা জীবিতদের ওপর ওয়াজিব।

মৃতকে গোসল করানোর পদ্ধতি (كيفية تغسيل الميت): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' অনুযায়ী হানাফী পদ্ধতি নিম্নরূপ: ১. **সতর ঢাকা:** প্রথমে মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রেখে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এটি ফরজ। ২. **ইস্তিঞ্জা:** হাতে কাপড় পেঁচিয়ে মৃত ব্যক্তিকে ইস্তিঞ্জা (শৌচকার্য) করাতে হবে, তবে সরাসরি লজ্জা স্থান স্পর্শ করা যাবে না। ৩. **ওযু করানো:** এরপর তাকে নামাযের ওযুর মতো ওযু করাতে হবে। তবে মুখে বা নাকে পানি প্রবেশ করানো

যাবে না; বরং ভেজা কাপড় বা তুলা দিয়ে দাঁত ও নাক পরিষ্কার করে দিতে হবে। **আরবি ইবারত:** "يُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ." ৪. **পানি ঢালা ও পরিষ্কার করা:** বরই পাতা মিশ্রিত গরম পানি (অথবা সাবান পানি) দিয়ে মাথা ও দাড়ি ধৌত করবে। এরপর বাঁ কাতে শুইয়ে ডান দিকে পানি ঢালবে এবং ডান কাতে শুইয়ে বাঁ দিকে পানি ঢালবে। এভাবে পুরো শরীর তিনবার ধৌত করা সুন্নাহ (বেজোড় সংখ্যা উত্তম)। ৫. **শেষবার কর্পূর ব্যবহার:** শেষবার পানি ঢালার সময় কিছু কর্পূর মেশানো সুন্নাহ, যাতে শরীর সুগন্ধযুক্ত থাকে এবং পোকা-মাকড় দূরে থাকে। ৬. **মুছিয়ে দেওয়া:** গোসল শেষে শরীর তোয়ালে দিয়ে মুছে কাফন পরাবে।

দাফনের পদ্ধতি (كيفية الدفن): ১. কবর খনন: কবরটি একজন মানুষের উচ্চতা পরিমাণ গভীর এবং প্রশস্ত হওয়া উচিত। হানাফী মতে, মাটি শক্ত হলে 'লাহদ' (বগলি কবর) উত্তম, আর মাটি নরম হলে 'শাক্ক' (সিন্দুক কবর) করা যাবে। রাসুল (সা.) বলেছেন: "اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا." ২. **লাশ রাখা:** লাশ কবরে নামানোর সময় "بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ" বলবে। লাশকে ডান কাতে এবং কিবলামুখী করে শোয়ানো ওয়াজিব। **আরবি হুকুম:** "تَوْجِيهُ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَاجِبٌ." ৩. **বাঁধন খোলা ও মাটি দেওয়া:** কবরে রাখার পর কাফনের গিঁটগুলো খুলে দেবে। এরপর কাঁচা ইট বা বাঁশ দিয়ে ঢেকে মাটি চাপা দেবে। কবরের ওপর পানি ছিটানো মুস্তাহাব।

উপসংহার: গোসল ও দাফনের প্রতিটি ধাপে মৃত ব্যক্তির সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি। হানাফী ফিকহে বর্ণিত এই পদ্ধতি রাসুল (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামের আমল থেকে গৃহীত এবং অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও মার্জিত।

প্রশ্ন-০৮: শহীদ এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির জানাযার নামাযের হুকুম কী? এবং দুটির মধ্যে পার্থক্য কী? (ما هو حكم صلاة الجنازة على الشهيد والغائب؟ وما الفرق بينهما؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামী ফিকহে সাধারণ মৃত্যুর সাথে শহীদের মৃত্যুর এবং উপস্থিত লাশের সাথে অনুপস্থিত লাশের বিধানের পার্থক্য রয়েছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' ও হানাফী ফিকহে এই বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে গায়েবানা জানাযা নিয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে মতভেদ থাকলেও হানাফী অবস্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

১. শহীদের জানাযা ও বিধান (أحكام الشهيد):

- **সংজ্ঞা:** যে ব্যক্তি কাফেরদের সাথে যুদ্ধে নিহত হয় অথবা অন্যায়ভাবে জুলুমের শিকার হয়ে নিহত হয়, তাকে 'শহীদ' বলে।
- **গোসল ও জানাযা:** হানাফী মাযহাব মতে, দুনিয়াবী বিধান অনুযায়ী শহীদের **গোসল দেওয়া হয় না**, তাকে তার রক্তমাখা কাপড়েই দাফন করা হয়। রাসুল (সা.) উহুদের শহীদদের সম্পর্কে বলেছিলেন: **"زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ."** (তাদেরকে রক্তসহ দাফন করো এবং গোসল দিও না)।
- তবে হানাফী মতে, **শহীদের জানাযার নামায পড়া ওয়াজিব**। কারণ রাসুল (সা.) উহুদের শহীদদের ওপর হামজা (রা.)-এর সাথে জানাযা পড়েছিলেন বলে বর্ণনায় আছে (যদিও এতে মতভেদ আছে, তবে হানাফী মত এটিই)। শাফেয়ী মতে শহীদের জানাযাও নেই।

২. অনুপস্থিত ব্যক্তির (গায়েবানা) জানাযা (صلاة الجنازة على الغائب):

- **হানাফী হুকুম:** হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, লাশের অনুপস্থিতিতে বা গায়েবানা জানাযা পড়া **জায়েয নেই**। জানাযার নামায সহিহ হওয়ার জন্য লাশ মুসল্লিদের সামনে (কিবলার দিকে) উপস্থিত থাকা শর্ত। **আরবি ইবারত: "لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى مَيِّتٍ غَائِبٍ عِنْدَ الْأَحْنَافِ."**
- **দলিলের ব্যাখ্যা:** রাসুল (সা.) যে নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন, হানাফী ফকীহগণ বলেন, সেটি ছিল তাঁর জন্য 'খাস' বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর সামনে জমিনকে সংকুচিত করে দিয়েছিলেন, ফলে

নাজ্জাশীর লাশ তাঁর চোখের সামনেই ছিল। সাধারণ মানুষের জন্য এই অলৌকিকতা সম্ভব নয়।

৩. শহীদ ও অনুপস্থিত ব্যক্তির জানাযার পার্থক্য:

পার্থক্যের বিষয়	**শহীদ (الشهيد)**	**অনুপস্থিত ব্যক্তি (الغائب)**
লাশের উপস্থিতি	লাশের উপস্থিতি থাকতে হবে।	লাশ অনুপস্থিত থাকে।
হানাফী হুকুম	জানাযা পড়া **ওয়াজিব**।	জানাযা পড়া **নাজায়েয** (বাতিল)।
গোসলের বিধান	গোসল দেওয়া **হবে না** (রক্তসহ দাফন)।	যদি জানাযা পড়া হতো (অন্য মাযহাবে), তবে গোসল শর্ত হতো।
ফতোয়ার ভিত্তি	রাসুল (সা.)-এর আমল ও দলিল দ্বারা প্রমাণিত।	হানাফী মতে এটি মানসুখ বা রাসুল (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার: শহীদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক ঊর্ধ্বে, তাই তাদের শরীরকে পবিত্র গণ্য করে গোসল মাফ করা হয়েছে, কিন্তু দোয়ার মুখাপেক্ষী হিসেবে জানাযা বহাল রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, হানাফী মাযহাব ইবাদতের ক্ষেত্রে শর্ত ও রুকনের ওপর অটল থাকে, তাই লাশের অনুপস্থিতিতে নামাযকে তারা ইবাদতের মূল কাঠামোর পরিপন্থী মনে করে।

আল-ঈমান/কসম : الأيمان

প্রশ্ন-০৯: কসমের প্রকারভেদ (যেমন ইয়ামিনুল গামুস ও লাগ্ব) কী কী? এবং প্রতিটি প্রকারের হুকুম কী? (ما هي أنواع الأيمان (كالغموس واللغو)؟ وما هو حكم كل نوع؟)

উত্তর: ভূমিকা: মানুষ তার কথাকে দৃঢ় করার জন্য আল্লাহর নামে যে শপথ করে তাকে 'আল-ঈমান' বা কসম বলা হয়। মানুষ কখনো জেনেশুনে মিথ্যা কসম খায়, কখনো ভুল করে, আবার কখনো ভবিষ্যতের জন্য কসম করে। এই অবস্থার ওপর ভিত্তি করে হানাফী ফিকহে কসমকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থে এগুলোর হুকুম ও কাফফারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

কসমের প্রকারভেদ ও হুকুম (أقسام اليمين وأحكامها): হানাফী মাযহাবে কসম তিন প্রকার:

১. আল-ইয়ামিনুল গামুস (الْيَمِينُ الْغَمُوسُ):

- **সংজ্ঞা:** অতীত বা বর্তমান কালের কোনো বিষয় সম্পর্কে জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কসম খাওয়া। একে 'গামুস' (ডুবিয়ে দেওয়া) বলা হয় কারণ এটি কসমকারীকে গুনাহের মধ্যে এবং অবশেষে জাহান্নামে ডুবিয়ে দেয়। যেমন: কেউ বলল, "আল্লাহর কসম! আমি গতকাল ওমুক জায়গায় যাইনি", অথচ সে জানে যে সে গিয়েছিল।

- **হুকুম:** এটি কবিরা গুনাহ। এর জন্য **কোনো কাফফারা নেই**, বরং তওবা ও ইস্তিগফার করা ফরজ। হানাফী মতে, এই পাপ এত বড় যে কাফফারা দিয়ে তা মোচন হয় না। যদি এর মাধ্যমে কারো হক নষ্ট হয়, তবে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। **আরবি: "هِيَ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا إِلَّا التَّوْبَةُ."**

২. আল-ইয়ামিনুল লাগ্ব (الْيَمِينُ اللَّغْوُ):

- **সংজ্ঞা:** দুই ধরণের হতে পারে— (ক) অতীত বা বর্তমানের কোনো বিষয়ে নিজের ধারণা মতে সত্য ভেবে কসম খেল, কিন্তু বাস্তবে তা মিথ্যা। (ভুলবশত)। (খ) কথার কথা হিসেবে অভ্যাসবশত "না আল্লাহর কসম", "হ্যাঁ আল্লাহর কসম" বলা, যেখানে কসমের কোনো নিয়ত থাকে না।

- **হুকুম:** এর জন্য **কোনো গুনাহ নেই এবং কোনো কাফফারাও নেই**। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ"** (আল্লাহ তোমাদের অসার কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না)।

৩. আল-ইয়ামিনুল মুন'আকিদাহ (الْيَمِينُ الْمُنْعَقِدَةُ):

- **সংজ্ঞা:** ভবিষ্যৎ কালের কোনো কাজ করা বা না করার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে কসম খাওয়া। যেমন: "আল্লাহর কসম! আমি আগামী কাল রোজা রাখব" বা "আমি ওমুক কাজ করব না"।

- **হুকুম:** এই কসম রক্ষা করা ওয়াজিব। যদি কেউ এই কসম ভঙ্গ করে (হিনস), তবে তার ওপর **কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব** হবে। **আরবি ইবারত: "حُكْمُهَا وُجُوبُ الْحِفْظِ، فَإِنْ حَنِثَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ."**

উপসংহার: কসম একটি পবিত্র বিষয়। গামুস বা মিথ্যা কসম ঈমানদারের চরিত্রের বিপরীত। হানাফী ফিকহের এই বিভাজন আমাদের শেখায় যে, কেবল ভবিষ্যতের কসম ভঙ্গ করলেই কাফফারা আসে, কিন্তু মিথ্যা কসমের পাপ কাফফারার চেয়েও ভয়ংকর, যার জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছেই ক্ষমা চাইতে হয়।

প্রশ্ন-১০: কোনো শর্তের সাথে যুক্ত কসমের ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গ (হিনস) কীভাবে বাস্তবায়িত হয়? এবং এর একটি উদাহরণ দাও। (كيف يتحقق الحنث (الحلف) في اليمين المعلقة على شرط؟ واذكر مثالا لذلك.)

উত্তর: ভূমিকা: কসম বা শপথ দুইভাবে হতে পারে: সরাসরি (যেমন: আমি এটা করব না) এবং শর্তযুক্ত বা 'মুআল্লাক' (যেমন: যদি আমি এটা করি, তবে...)। শর্তযুক্ত কসমের ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গ বা 'হিনস' (الحنث) হওয়ার বিষয়টি শর্ত পাওয়া যাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এর কসম অধ্যায়ে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা আলোচিত হয়েছে।

শর্তযুক্ত কসমের হুকুম (اليمين المعلقة بالشرط): যখন কোনো ব্যক্তি তার কসমকে কোনো শর্তের সাথে ঝুলিয়ে দেয়, তখন সেই শর্তটি পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত কসমটি স্থগিত থাকে। হানাফী ফিকহের মূলনীতি হলো: **"يَتَحَقَّقُ الْحِنْثُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ."** অর্থ: *"শর্ত পাওয়া গেলেই কেবল হিনস বা শপথ ভঙ্গ সাব্যস্ত হবে।"*

হিনস কীভাবে বাস্তবায়িত হয়: ১. **শর্তের অস্তিত্ব:** কসমকারী যে কাজের সাথে কসম যুক্ত করেছে, সেই কাজটি সংঘটিত হতে হবে। ২. **ফলাফল:** কাজটি করার সাথে সাথে কসমটি ভেঙে যাবে এবং কসমের যে শাস্তি বা ফলাফল (Jaza) সে নির্ধারণ করেছিল, তা কার্যকর হবে। ৩. **কাফফারা:** যদি কসমটি আল্লাহর নামে হয় (যেমন: "যদি আমি যাই তবে আল্লাহর কসম..."), তবে শর্ত লঙ্ঘনের পর কাফফারা দিতে হবে। আর যদি তালাক বা গোলাম আযাদের সাথে যুক্ত হয়, তবে তালাক বা আযাদ হয়ে যাবে।

উদাহরণ (مثال):

- **আল্লাহর নামে কসমের উদাহরণ:** এক ব্যক্তি বলল: **"إِنْ دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ."** (যদি আমি এই ঘরে প্রবেশ করি, তবে আল্লাহর কসম আমি রোজা রাখব)। এখানে 'ঘরে প্রবেশ করা' হলো শর্ত। যতদিন সে প্রবেশ করবে না, ততদিন কিছুই হবে না। যেদিন সে ইচ্ছাকৃতভাবে ওই ঘরে প্রবেশ করবে, তখনই তার কসমটি পূর্ণ হলো বা 'হিনস' হলো এবং তার ওপর রোজা রাখা বা কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব হবে।

- **তালাকের সাথে যুক্ত উদাহরণ (তালাকে মুআল্লাক):** স্বামী স্ত্রীকে বলল: **"إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الْبَيْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ."** (যদি তুমি ঘর থেকে বের হও, তবে তুমি তালাক)। এখানে স্ত্রী ঘর থেকে বের হওয়া মাত্রই তালাক পতিত হয়ে যাবে। এটি হানাফী ফিকহে অত্যন্ত সংবেদনশীল মাসয়ালা এবং এটিও এক প্রকারের কসম (ইয়ামিন)।

উপসংহার: শর্তযুক্ত কসম মূলত মানুষকে কোনো কাজ থেকে বিরত রাখা বা কোনো কাজে বাধ্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, মুখের কথা বা শর্ত অত্যন্ত শক্তিশালী। একবার শর্ত যুক্ত করলে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, শর্ত পাওয়া গেলেই তার ফলাফল ভোগ করতে হয়। তাই এ ধরণের কসম করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

আল-হুদুদ : الحدود (শাস্তি)

প্রশ্ন-১১: শরীয়তের পরিভাষায় 'হদ' (শাস্তি)-এর সংজ্ঞা দাও। যিনার হদ কার্যকরের শর্তাবলি কী কী? (عرف "الحد" شرعا - وما هي شروط إقامة حد الزنا؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামী দণ্ডবিধিতে অপরাধ দমনের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট শাস্তিকে 'হদ' বলা হয়। যিনা বা ব্যভিচার একটি সামাজিক অপরাধ ও মহাপাপ। তাই এর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। হানাফী ফিকহ ও 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' অনুযায়ী হদ বাস্তবায়ন করার জন্য অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।

হদ-এর পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف الحد):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'হদ' (اَلْحَدُّ) শব্দের অর্থ হলো—সীমানা, বাধা বা প্রতিরোধ (اَلْمَنْعُ)। যেহেতু এই শাস্তি মানুষকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখে বা বাধা দেয়, তাই একে হদ বলা হয়।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফী ফকীহগণের মতে: **"هُوَ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ وَاجِبَةٌ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى."** অর্থ: *"হদ হলো এমন সুনির্দিষ্ট শাস্তি, যা আল্লাহর হক হিসেবে ওয়াজিব হয়।"* (অর্থাৎ বিচারক চাইলেই এই শাস্তি কমাতে বা বাড়াতে পারেন না)।

যিনার হদ কার্যকরের শর্তাবলি (شروط إقامة حد الزنا): যিনার শাস্তি (রজম বা বেত্রাঘাত) কার্যকর করার জন্য অপরাধীর মধ্যে এবং অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত থাকা জরুরি: ১. **জ্ঞান ও প্রাপ্তবয়স্কতা:** অপরাধীকে অবশ্যই 'আকিল' (সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী) এবং 'বালেগ' (প্রাপ্তবয়স্ক) হতে হবে। পাগল বা শিশুর ওপর হদ নেই। **আরবি: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ..."** (তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে...)। ২. **স্বেচ্ছায় করা:** জবরদস্তির শিকার হয়ে যিনা করলে হদ হবে না। অপরাধটি নিজের ইচ্ছায় (তয়িবাতে নাফস) হতে হবে। ৩. **সন্দেহমুক্ত প্রমাণ:** যিনা প্রমাণের জন্য ৪ জন পুরুষ সাক্ষীর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য অথবা অপরাধীর সুস্থ অবস্থায় ৪ বার স্বীকারোক্তি (ইকরার) থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন: **"فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ"** (তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব করো)। ৪. **মুসলিম হওয়া:** হানাফী মতে, মুহসান (বিবাহিত) হওয়ার শাস্তির (রজম) জন্য মুসলিম হওয়া শর্ত।

উপসংহার: হদ কায়েমের উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ নয়, বরং সমাজকে পবিত্র রাখা। তাই শর্তের সামান্য ত্রুটি বা সন্দেহ দেখা দিলে হদ মাফ হয়ে যায় বা 'তাযির' (লঘু শাস্তি)-এ রূপান্তরিত হয়। রাসুল (সা.) বলেছেন: **"اِدْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ."** (সন্দেহ থাকলে হদ রহিত করো)।

প্রশ্ন-১২: অপবাদের হদ (সতী নারীকে যিনার অপবাদ দেওয়া)-এর বিধান কী? এবং কখন এ হদ বাতিল হয়ে যায়? (ما هو حد القذف (اتهام المحصن بالزنا)؟ ومتى يسقط هذا الحد؟)

উত্তর: ভূমিকা: কোনো সতী-সাধ্বী নারী বা সৎ চরিত্রের পুরুষের প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ক্বাজফ' (اَلْقَذْفُ) বলা হয়। এটি একটি জঘন্যতম অপরাধ। হানাফী ফিকহে এই অপরাধের জন্য কুরআনে বর্ণিত নির্দিষ্ট শাস্তি বা 'হদ্দুল ক্বাজফ' কার্যকর করার বিধান রয়েছে।

অপবাদের হদ বা শাস্তি (حد القذف): যদি কোনো ব্যক্তি কোনো 'মুহসান' (সৎ চরিত্রের প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম)-কে যিনার অপবাদ দেয় এবং তা প্রমাণ করতে ৪ জন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার ওপর হদ্দুল ক্বাজফ ওয়াজিব হবে।

- **শাস্তির পরিমাণ:** পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী অপবাদকারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: **" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً."** অর্থ: *"যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো।"* (সূরা নূর: ৪)।
- **অতিরিক্ত শাস্তি:** তার সাক্ষ্য ভবিষ্যতে কখনো গ্রহণ করা হবে না (মরদুদুশ শাহাদাহ)।

হদ বাতিল হওয়ার কারণসমূহ (مسقطات الحد): হানাফী মাযহাব মতে, নিচের কারণগুলোতে ক্বাজফের শাস্তি রহিত বা বাতিল হয়ে যায়: ১. **অপরাধ প্রমাণ করা:** যদি অপবাদকারী তার দাবির পক্ষে ৪ জন সাক্ষী হাজির করতে পারে, তবে সে সত্যবাদী সাব্যস্ত হবে এবং হদ মাফ পাবে। ২. **লিআন (اللعان):** স্বামী যদি স্ত্রীকে অপবাদ দেয় এবং সাক্ষীর বদলে উভয় পক্ষ 'লিআন' (শপথের মাধ্যমে অভিশাপ

বিনিময়) করে, তবে হদ বাতিল হয়ে যাবে এবং বিচ্ছেদ ঘটবে। ৩. **ক্ষমা বা সত্যয়ন:** যার বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া হয়েছে (মাকজুফ), সে যদি অপবাদকারীকে সত্য বলে মেনে নেয় অথবা মাফ করে দেয় (যদিও হানাফী মতে এটি আল্লাহর হক, তবু বাদী দাবি না করলে বিচারক শাস্তি দেন না)। ৪. **অপবাদের পাত্রের ত্রুটি:** যার বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, সে যদি পূর্বে কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা প্রমাণিত হয় (গাইরু মুহসান), তবে অপবাদকারীর ওপর হদ আসবে না, বরং তাযির হবে।

আল-সারিকাহ : السرقة (চুরি)

প্রশ্ন-১৩: হানাফী ফিকহে চোরের হাত কাটা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি কী কী? এবং গ্রহণযোগ্য নিসাব (নির্দিষ্ট পরিমাণ) কী? (ما هي شروط وجوب قطع السارق في الفقه الحنفي؟ وما هو النصاب المعتبر؟)

উত্তর: ভূমিকা: চুরি বা 'সারিকাহ' অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করার নাম। ইসলামে চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কাটার (ক্বাতউস্ন ইয়াদ) বিধান রয়েছে। তবে এই কঠোর শাস্তি প্রয়োগের জন্য হানাফী ফিকহে অত্যন্ত কড়াকড়ি শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যাতে কোনো নির্দোষ বা অভাবী ব্যক্তি ভুক্তভোগী না হয়।

চুরির সংজ্ঞা ও হাত কাটার শর্তাবলি (شروط القطع): হানাফী ফিকহে হাত কাটা ওয়াজিব হওয়ার জন্য চুরির সংজ্ঞায় নিচের শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে: ১. **গোপনিয়তা (الخفية):** সম্পদটি গোপনে নেওয়া হতে হবে। ডাকাতি বা ছিনতাইয়ের হুকুম ভিন্ন। **আরবি সংজ্ঞা:** "**أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ مُحْتَرَمٍ مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهِ عَلَى وَجْهِ الْخُفْيَةِ.**" ২. **সুরক্ষিত স্থান (الحرز):** সম্পদটি এমন জায়গায় থাকতে হবে যা সাধারণত তালাবদ্ধ বা পাহারায় থাকে (হিরজ)। রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা জিনিস নিলে হাত কাটা যাবে না। ৩. **মালিকানা:** সম্পদটি অন্যের পূর্ণ মালিকানাধীন হতে হবে। এতে চোরের কোনো অংশীদারিত্ব বা সন্দেহ (শুবহা) থাকলে হদ হবে না। ৪. **প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক:** চোরকে বালেগ ও আকিল হতে হবে। ৫. **প্রমাণ:** দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী অথবা চোরের নিজস্ব স্বীকারোক্তি থাকতে হবে।

চুরির নিসাব বা পরিমাণ (النصاب المعتبر): কতটুকু মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে, তা নিয়ে মতভেদ আছে।

- **হানাফী মত:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, চুরির নিসাব হলো **১০ দিরহাম** বা তার সমমূল্যের সম্পদ। যদি চোরাই মালের মূল্য ১০ দিরহামের কম হয় (যেমন ১ দিরহাম বা ৫ দিরহাম), তবে হাত কাটা যাবে না; বরং অন্য শাস্তি (তাযির) দেওয়া হবে।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "**لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.**" অর্থ: *"দশ দিরহামের কমে (চুরিতে) হাত কাটা নেই।"* (মুসনাদে আহমদ/বায়হাকি)। (উল্লেখ্য: শাফেয়ী মতে নিসাব হলো সিকি দিনার বা ৩ দিরহাম)।

উপসংহার: হাত কাটা একটি চূড়ান্ত শাস্তি। তাই 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' অনুযায়ী, যদি ১০ দিরহামের কম চুরি হয় অথবা খাদ্যদ্রব্য চুরি হয় (দুর্ভিক্ষের সময়), তবে হাত কাটা মাফ হয়ে যায়।

প্রশ্ন-১৪: হানাফী ফিকহে কীভাবে 'চুরি' এবং "জোরপূর্বক দখল"-এর মধ্যে পার্থক্য করে? এবং উভয়ের হুকুম কী? (كيف يفرق الفقه الحنفي بين "السرقة" و "الغصب" وما هو حكم كل منهما؟)

উত্তর: ভূমিকা: মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে 'সারিকাহ' (চুরি) এবং 'গসব' (জোরপূর্বক দখল বা ছিনতাই) অন্যতম। যদিও উভয়ই হারাম, কিন্তু অপরাধের ধরণ এবং শাস্তির ক্ষেত্রে হানাফী ফিকহে দুটির মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য রয়েছে।

পার্থক্যসমূহ (الفرق بين السرقة والغصب):

পার্থক্যের ভিত্তি	চুরি (السرقة)	জোরপূর্বক দখল/গসব (الغصب)
পদ্ধতি	এটি গোপনে (Secretly) করা হয়, যাতে মালিক টের না পায়।	এটি প্রকাশ্যে (Openly) এবং শক্তির জোরে করা হয়, মালিকের সামনেই।
হুকুম বা শাস্তি	এর শাস্তি হলো **'হদ'**। অর্থাৎ নির্দিষ্ট নিসাব পরিমাণ হলে ডান হাত কেটে দেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন: **" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا."**	এর শাস্তি হলো **'তাযির'** (বিচারক কর্তৃক নির্ধারিত বেত্রাঘাত বা জেল) এবং ক্ষতিপূরণ। এতে হাত কাটা হয় না।
সুরক্ষিত স্থান (হিরজ)	এটি 'হিরজ' বা সংরক্ষিত স্থান থেকে নেওয়া হয় (যেমন তালাবদ্ধ ঘর)।	এটি সাধারণত উন্মুক্ত স্থান থেকে বা হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।
আরবি সংজ্ঞা	**"أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْفَاءِ".**	**"أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الْمُجَاهَرَةِ وَالْغَلَبَةِ".**

উভয়ের হুকুম (الحكم): ১. চুরির ক্ষেত্রে: যদি শর্ত পূরণ হয়, তবে হাত কাটা আল্লাহর হক হিসেবে ওয়াজিব। আর সম্পদ ফেরত দেওয়া বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া নিয়ে হানাফী

মতে মতভেদ আছে; হাত কাটা গেলে সাধারণত ক্ষতিপূরণ মাফ হয়ে যায়। ২. **গসব-এর ক্ষেত্রে:** দখলকারীর ওপর ওয়াজিব হলো মূল বস্তুটি ফেরত দেওয়া। যদি তা নষ্ট করে ফেলে, তবে তার সমমূল্য (মিসল বা কিমাত) জরিমানা দেওয়া। এর সাথে তাকে তওবা করতে হবে এবং বিচারক চাইলে তাকে জেল দিতে পারেন।

উপসংহার: চোর মানুষের চোখ ফাঁকি দেয়, তাই তার শাস্তি দৈহিক (হাত কাটা)। আর গসবকারী বা ছিনতাইকারী মানুষের সামনে অপরাধ করে, তাই তার শাস্তি হলো জরিমানা ও সংশোধনমূলক শাস্তি। রাসুল (সা.) বলেছেন: "**لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ.**" (লুটতরাজকারীর হাত কাটা নেই)।

প্রশ্ন-১৫: কখন চুরির হদ বাতিল হয়ে যায়? এবং যে ব্যক্তি নিকটাত্মীয়ের (যেমন পিতার) ঘর থেকে চুরি করে, তার হুকুম কী? (متى يسقط حد السرقة؟ وما هو حكم من سرق من بيت قريب (كالأب)؟)

উত্তর: ভূমিকা: চুরির শাস্তি (হাত কাটা) অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় শরিয়ত সন্দেহ বা 'শুবহাত' (Subhat) থাকার কারণে এই শাস্তি রহিত করার বিধান রেখেছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' অনুযায়ী এমন কিছু পরিস্থিতি আছে যেখানে চুরি প্রমাণিত হলেও হাত কাটা যায় না। বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজনের মালের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

হদ বাতিল হওয়ার কারণসমূহ (مسقطات الحد): হানাফী ফিকহ অনুযায়ী চুরির হদ বাতিল হওয়ার কিছু কারণ হলো: **১. মালিকানা দাবি:** চোর যদি দাবি করে যে, এই মালে তার অংশ আছে বা মালিক তাকে অনুমতি দিয়েছিল, এবং এর স্বপক্ষে সামান্য যুক্তি থাকে। ২. **হিরজের অভাব:** যদি সম্পদটি অরক্ষিত স্থান থেকে নেওয়া হয় (যেমন মসজিদ বা সাধারণ রাস্তা)। ৩. **ক্ষয়িষ্ণু বস্তু:** যদি চুরি করা বস্তু দ্রুত পচনশীল হয় (যেমন দুধ, ফল, মাংস), তবে হাত কাটা হয় না। ৪. **মূল্য ফেরত দেওয়া:** বিচারকের কাছে যাওয়ার আগেই যদি চোর মালিককে মাল ফেরত দেয় বা মালিক তাকে মাফ করে দেয়।

নিকটাত্মীয়ের ঘর থেকে চুরির বিধান (السرقة من بيت المحارم): যদি কোনো ব্যক্তি তার 'মাহরাম' আত্মীয়ের (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) ঘর থেকে চুরি করে, বিশেষ করে পিতা-মাতার ঘর থেকে সন্তান চুরি করে, তবে **তার হাত কাটা যাবে না**।

- **হুকুম:** এক্ষেত্রে হদ سَاقِط (বাতিল) হবে, তবে তাকে শাসনমূলক শাস্তি (তাযির) দেওয়া হবে।

- **কারণ ও দলিল: ১. অধিকারের সংমিশ্রণ (শুবহাতুল মিলক):** সন্তানের জন্য পিতার সম্পদ ব্যবহার করার এক ধরণের অনুমতি শরীয়তে আছে। রাসুল (সা.) বলেছেন: **"أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ."** (তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার)। এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, পিতার সম্পদে পুত্রের এবং পুত্রের সম্পদে পিতার এক ধরণের অধিকার আছে, যা চুরির সংজ্ঞার 'পরের মাল' হওয়াকে দুর্বল করে দেয়। ২. **হিরজের অভাব:** আত্মীয়দের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি সাধারণত থাকে। তাই এটি পুরোপুরি 'সুরক্ষিত স্থান' বা হিরজ হিসেবে গণ্য হয় না। **আরবি ইবারত: "لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لِدُخُولِهِ عَلَيْهِ عَادَةً."**

উপসংহার: পিতা-মাতা, সন্তান বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চুরির ঘটনা ঘটলে তা পারিবারিক ও শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ হিসেবে গণ্য হয়, কিন্তু শরীয়ত একে হাত কাটার মতো চূড়ান্ত অপরাধের পর্যায়ে ফেলে না, কারণ এখানে 'হক' বা অধিকারের সন্দেহ প্রবল।

আল-কারাহিয়্যাহ (الكراهية : মাকরূহ)

প্রশ্ন-১৬: হানাফী মাযহাবে মাকরূহ-এর প্রকারভেদ (তাহরীমি ও তানযিহি)-এর সংজ্ঞা দাও, এবং উভয়ের একটি করে উদাহরণ দাও। (عرف أقسام الكراهة في الحنفية (التحريمية والتنزيهية)، واذكر مثالا لكل.)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামী শরীয়তে হালাল ও হারামের মধ্যবর্তী একটি পর্যায় হলো 'মাকরূহ' (অপছন্দনীয়)। হানাফী ফিকহে মাকরূহকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং একে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে: মাকরূহে তাহরীমি এবং মাকরূহে তানযিহি। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থে দৈনন্দিন জীবনের মাসয়ালা বর্ণনায় এই পরিভাষাগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. মাকরূহে তাহরীমি (المكروه تحريما):

- **সংজ্ঞা:** যে কাজ করা শরীয়তে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু তার নিষেধাজ্ঞার দলিল 'অকাট্য' (ক্বাতঈ) নয় বরং 'প্রবল ধারণা' (যন্নী) বা খবরে ওয়াহেদের ওপর ভিত্তি করে সাব্যস্ত। এটি হারামের নিকটবর্তী। **আরবি সংজ্ঞা: " هُوَ مَا كَانَ إِلَى الْحَرَامِ أَقْرَبَ، وَيُعَاقَبُ فَاعِلُهُ بِالنَّارِ إِنْ لَمْ يَتُبْ."** অর্থ: *"এটি হারামের নিকটবর্তী, এবং তওবা না করলে এর সম্পাদনকারী শাস্তির যোগ্য হবে।"*

- **হুকুম:** এটি বর্জন করা ওয়াজিব। অস্বীকার করলে কাফের হবে না (হারামের মতো), কিন্তু ফাসিক হবে।

- **উদাহরণ:** পুরুষদের জন্য রেশমি কাপড় পরা বা স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা। অথবা জুমার আযানের পর কেনাবেচা করা।

২. মাকরূহে তানযিহি (المكروه تنزيها):

- **সংজ্ঞা:** যে কাজ করা শরীয়তে অপছন্দনীয়, কিন্তু কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি। এটি হালালের নিকটবর্তী। এটি বর্জন করা উত্তম, তবে করলে গুনাহ বা শাস্তি হয় না।

- **আরবি সংজ্ঞা: " هُوَ مَا كَانَ إِلَى الْحَلَالِ أَقْرَبَ، وَلَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ وَلَكِنْ يُلَامُ."** অর্থ: *"এটি হালালের নিকটবর্তী, এর সম্পাদনকারী শাস্তি পাবে না, তবে তিরস্কৃত হতে পারে।"*

- **উদাহরণ:** কাঁচা পেঁয়াজ বা রসুন খেয়ে মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে যাওয়া। ওযুর সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি খরচ করা। বিড়ালের উচ্ছিষ্ট খাওয়া (যদি অন্য খাবার থাকে)।

উপসংহার: মাকরূহে তাহরীমি থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য, কারণ তা হারামেরই নামান্তর। আর মাকরূহে তানযিহি থেকে বেঁচে থাকা তাকওয়া ও পরহেজগারির পরিচায়ক। ফিকহী কিতাবে শুধু 'মাকরূহ' শব্দ থাকলে সাধারণত হানাফীদের কাছে তা 'মাকরূহে তাহরীমি' বোঝায়।

প্রশ্ন-১৭: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এ পানাহার সম্পর্কিত মাকরূহের কিছু মাসয়ালা সম্পর্কে আলোচনা কর। (تحدث عن بعض مسائل الكراهية المتعلقة بالأكل والشرب في الفتاوى السراجية.)

উত্তর: ভূমিকা: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থে 'কিতাবুল কারাহিয়্যাহ' অধ্যায়ে পানাহারের আদব এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম মুমিনের প্রতিটি কাজের মধ্যে পবিত্রতা ও পরিমিতিবোধ নিশ্চিত করতে চায়। ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে পানাহারের ক্ষেত্রে মাকরূহ বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন।

পানাহার সম্পর্কিত মাকরূহ বিষয়সমূহ: ১. স্বর্ণ-রৌপ্য পাত্রের ব্যবহার: স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য মাকরূহে তাহরীমি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **" لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا."** অর্থ: *"তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করো না এবং এগুলোর থালায় আহার করো না।"* (বুখারী ও মুসলিম)। তবে প্রয়োজনে এগুলোর মেরামত করা পাত্র ব্যবহার জায়েয হতে পারে।

২. **বাম হাতে খাওয়া:** বিনা ওজরে বাম হাতে পানাহার করা মাকরূহ। কারণ শয়তান বাম হাতে খায়। সুন্নাহ হলো ডান হাত ব্যবহার করা। **আরবি: " يُكْرَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ بِالشِّمَالِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ."**

৩. **গরম খাবার খাওয়া:** খুব গরম খাবার খাওয়া, যা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে—তা খাওয়া মাকরূহ। এটি বরকত কমিয়ে দেয় এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। খাবার কিছুটা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম।

৪. **অতিভোজন (Israf):** ক্ষুধা নিবারণের পর কেবল স্বাদের জন্য অতিরিক্ত খাওয়া মাকরূহ। এটি ইবাদতে অলসতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেন: **" كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا"** (খাও এবং পান করো, কিন্তু অপচয় করো না)।

৫. **বাজার বা রাস্তায় খাওয়া:** ইমাম সিরাজুদ্দীন উল্লেখ করেন যে, ভদ্রলোকদের জন্য বাজারে বা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খাওয়া মুরুওয়াত (ব্যক্তিত্ব)-এর খেলাফ এবং মাকরূহ।

উপসংহার: এই বিধানগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলাম কেবল হালাল খাবার নিশ্চিত করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং খাওয়ার পদ্ধতি এবং পাত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রুচিশীলতা ও বিনয় শিক্ষা দিয়েছে। বিলাসিতা ও অহংকার প্রকাশ পায় এমন সব পদ্ধতিকে মাকরূহ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আল-ইস্তিহসান (الاستحسان : ইসতিহসান)

প্রশ্ন-১৮: 'ইসতিহসান'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। একে উৎস হিসেবে গণ্য করার জন্য হানাফীদের দলিল কী? (عرف "الاستحسان" لغة واصطلاحا - وما هو دليل الحنفية على اعتباره مصدرا؟)

উত্তর: ভূমিকা: উসুলুল ফিকহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো 'আল-ইস্তিহসান'। হানাফী মাযহাবের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো কিয়াসের (Analogy) ওপর ইস্তিহসানকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এটি মূলত আইনের কঠোরতা থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের সুবিধা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার একটি পদ্ধতি।

ইস্তিহসানের পরিচয় ও সংজ্ঞা:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'ইস্তিহসান' শব্দটি 'হাসান' (ভালো) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো—কোনো কিছুকে ভালো মনে করা বা উত্তম জ্ঞান করা (عَدُّ الشَّيْءِ حَسَنًا)।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** ফকীহ আবুল হাসান কারখী (রহ.)-এর মতে: **"هُوَ الْعُدُولُ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا إِلَى حُكْمٍ آخَرَ لِوَجْهٍ أَقْوَى يَقْتَضِي هَذَا الْعُدُولَ."** অর্থ: *"শক্তিশালী কোনো দলিলের ভিত্তিতে একটি মাসয়ালাকে তার অনুরূপ মাসয়ালাগুলোর সাধারণ হুকুম (কিয়াস) থেকে বের করে ভিন্ন হুকুম প্রদান করা।"* সহজ কথায়, প্রকাশ্য কিয়াস (কিয়াসে জলি) বাদ দিয়ে সূক্ষ্ম কিয়াস (কিয়াসে খফি) বা শক্তিশালী দলিলের ওপর আমল করা।

ইস্তিহসানের বৈধতার দলিল (أدلة الحجية): হানাফীগণ ইস্তিহসানকে শরীয়তের উৎস হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল পেশ করেন: ১. **আল-কুরআন:** আল্লাহ তাআলা বলেন: **"وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ."** অর্থ: *"তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তার মধ্যে যা সর্বোত্তম তোমরা তার অনুসরণ করো।"* (সূরা যুমার: ৫৫)। এখানে 'আহসান' বা উত্তমের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে: **"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ"** (আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান)। ইস্তিহসান মূলত সহজীকরণের পথ।

২. **আল-হাদিস:** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত মাওকুফ হাদিস: **"مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ."** অর্থ: *"মুসলমানরা যা*

ভালো মনে করে, আল্লাহর কাছেও তা ভালো।" (মুসনাদে আহমদ)। এই হাদিসটি ইজমা ও ইস্তিহসানের ভিত্তি।

উপসংহার: ইস্তিহসান কোনো মনগড়া মতবাদ নয়, বরং এটি শরীয়তের মাকাসিদ বা লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যখন সাধারণ কিয়াস প্রয়োগ করলে মানুষের কষ্ট হয়, তখন ফকীহগণ ইস্তিহসানের মাধ্যমে সহজ সমাধান বের করেন।

প্রশ্ন-১৯: মাকরূহ ও ইসতিহসানের মধ্যে সম্পর্ক কী? এবং ইসতিহসান কীভাবে মাকরূহ থেকে মুক্তির উপায় হতে পারে? (ما هي العلاقة بين الكراهية والاستحسان؟ وكيف يمكن أن يكون الاستحسان مخرجا من الكراهية؟)

উত্তর: ভূমিকা: ফিকহী মাসয়ালা গবেষণায় 'মাকরূহ' এবং 'ইস্তিহসান' দুটি ভিন্ন মেরুর বিষয় হলেও এদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অনেক সময় 'কিয়াস' বা সাধারণ যুক্তির দাবি থাকে যে কাজটি হারাম বা মাকরূহ হওয়া উচিত, কিন্তু 'ইস্তিহসান' এসে প্রয়োজন ও বাস্তবতার নিরিখে সেটিকে জায়েয বা মুবাহ করে দেয়।

মাকরূহ ও ইস্তিহসানের সম্পর্ক (العلاقة بينهما): সম্পর্কটি মূলত 'সংকট ও সমাধান'-এর। ১. **কিয়াসের দৃষ্টিতে মাকরূহ:** সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী অনেক লেনদেন বা পানাহার মাকরূহ বা নাজায়েয হওয়ার কথা। ২. **ইস্তিহসানের দৃষ্টিতে বৈধতা:** ইস্তিহসান এসে সেই অপছন্দনীয়তাকে দূর করে। **আরবি মূলনীতি: "الْقِيَاسُ يَأْبَاهُ وَالِاسْتِحْسَانُ يُجَوِّزُهُ لِلضَّرُورَةِ أَوِ الْعُرْفِ."** (কিয়াস একে নিষেধ করে, কিন্তু ইস্তিহসান জরুরত বা প্রথার কারণে একে বৈধ করে)।

ইসতিহসান কীভাবে মাকরূহ থেকে মুক্তি দেয়? (উদাহরণসহ): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' ও অন্যান্য গ্রন্থে এর বহু উদাহরণ রয়েছে:

- **১. শিকারী পশুপাখির উচ্ছিষ্ট:** শিকারী পাখি (বাজপাখি, চিল) হারাম প্রাণী। তাই কিয়াস অনুযায়ী এদের উচ্ছিষ্ট পানি নাপাক বা মাকরূহে তাহরীমি হওয়ার কথা। কিন্তু ইস্তিহসান অনুযায়ী যেহেতু এরা ঠোঁট দিয়ে পানি পান করে (ঠোঁট হাড়ের মতো পবিত্র), তাই এদের উচ্ছিষ্ট 'মাকরূহে তানযিহি' বা পবিত্র ধরা হয়। এখানে ইস্তিহসান বিধানকে সহজ করেছে।

- **২. সালাম পদ্ধতি (Advance Payment):** অস্তিত্বহীন পণ্য বিক্রি করা মাকরূহ ও নাজায়েয (বাইয়ে মা'দুম)। কিন্তু ইস্তিহসান বা মানুষের প্রয়োজনে (হাদিসের ভিত্তিতে) 'বাইয়ে সালাম' বা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়কে জায়েয করা হয়েছে।

- **৩. মসজিদে প্রস্রাব করা শিশুর শরীর:** কিয়াস অনুযায়ী বাচ্চার কাপড় নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই কোলে নেওয়া মাকরূহ হতে পারে। কিন্তু ইস্তিহসান ও জরুরতের কারণে কোলে নিয়ে নামায পড়া জায়েয রাখা হয়েছে।

উপসংহার: দেখা যাচ্ছে, ইস্তিহসান শরীয়তের কঠোরতা থেকে মানুষকে রক্ষা করে। যা কিয়াসের ভিত্তিতে 'মাকরূহ' বা কঠিন ছিল, ইস্তিহসান সেটিকে মানুষের কল্যাণে 'জায়েয' বা 'হাসান' (উত্তম) স্তরে উন্নীত করে। এটি হানাফী ফিকহের নমনীয়তার প্রমাণ।

আল-লাক্বীত (اللقيط : পরিত্যক্ত শিশু)

প্রশ্ন-২০: 'পরিত্যক্ত শিশু' (আল-লাক্বীত)-এর সংজ্ঞা দাও। হানাফী ফিকহে তার বংশ, অভিভাবকত্ব এবং ভরণপোষণের বিধান কী? (عرف "اللقيط" - وما هي أحكام نسبه وولايته ونفقته في الفقه الحنفي؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলাম মানবতার ধর্ম। সমাজ ও পরিবারের সুরক্ষার বাইরে পড়ে থাকা অসহায় শিশুদের জীবন বাঁচানো ও তাদের লালন-পালন করাকে ইসলাম অত্যন্ত পুণ্যের কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছে। ফিকহের পরিভাষায় এমন শিশুকে 'লাক্বীত' বলা হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এ এদের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান রয়েছে।

লাক্বীত-এর সংজ্ঞা (تعريف اللقيط):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'লাক্বীত' শব্দটি 'লাক্বত' (লুক্বতাহ) বা কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু থেকে এসেছে।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফী মতে: **" هُوَ طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ وَلَا رِقُّهُ، طُرِحَ خَوْفًا مِنَ الْعَيْلَةِ أَوْ تَهْمَةِ الزِّنَا."** অর্থ: *"এমন শিশু যার বংশপরিচয় ও দাসত্ব জানা নেই, যাকে দারিদ্র্যের ভয়ে বা যিনার অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে।"*

হানাফী ফিকহে বিধানসমূহ (أحكام اللقيط):

১. **স্বাধীনতা (الحرية):** কুড়িয়ে পাওয়া শিশু সর্বসম্মতভাবে 'স্বাধীন' (হুর), তাকে কেউ গোলাম বানাতে পারবে না। **আরবি নীতি: " اللَقِيطُ حُرٌّ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي بَنِي آدَمَ الْحُرِّيَّةُ."** (লাক্বীত স্বাধীন, কারণ আদম সন্তানের আসল হলো স্বাধীনতা)।

২. **বংশ পরিচয় (النسب):** যদি কেউ দাবি করে যে শিশুটি তার সন্তান, তবে তার দাবি মেনে নেওয়া হবে এবং বংশ তার সাথে সাব্যস্ত হবে। আর যদি কেউ দাবি না করে, তবে সে ইসলামী সমাজের সদস্য হিসেবে গণ্য হবে, কিন্তু তার নির্দিষ্ট বংশ থাকবে না।

৩. **ধর্ম (الدين):** যদি শিশুটিকে মুসলিম এলাকায় বা কোনো মসজিদের কাছে পাওয়া যায়, তবে তাকে 'মুসলিম' গণ্য করা হবে। অমুসলিম এলাকায় পাওয়া গেলে অমুসলিম গণ্য হবে।

৪. **অভিভাবকত্ব (الولاية):** যে ব্যক্তি তাকে কুড়িয়ে পেয়েছে (মুলতাকিত), লালন-পালনের ক্ষেত্রে সেই তার অভিভাবক। তবে সে শিশুটির জান বা মালের ওপর চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হবে না (যেমন বিয়ে দেওয়া বা সম্পদে হস্তক্ষেপ করা), এটি বিচারকের দায়িত্বে থাকবে।

৫. **ভরণপোষণ (النفقة):** * যদি শিশুটির সাথে কোনো সম্পদ পাওয়া যায়, তবে সেখান থেকে ব্যয় করা হবে। * যদি সম্পদ না থাকে, তবে তার খরচ 'বাইতুল মাল' (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে বহন করা হবে। * বাইতুল মাল না থাকলে কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচ করবেন, অথবা বিচারক তাকে ঋণ হিসেবে খরচ করার অনুমতি দেবেন যা শিশুটি বড় হয়ে শোধ করবে। **আরবি: " نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ."**

উপসংহার: ইসলাম লাক্বীতের বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করেছে। তাকে হত্যা করা বা অবহেলায় মৃত্যুতে পতিত করা কবিরা গুনাহ। যে তাকে আশ্রয় দেয়, সে যেন একটি জীবন বাঁচালো।

প্রশ্ন-২১: পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে নেওয়ার হুকুম কী? এবং তা কুড়িয়ে নেওয়ার বিধান দেওয়ার পেছনে শরীয়তের রহস্য কী? (ما هو حكم التقاط اللقيط؟ وما هي الحكمة من مشروعية التقاطه؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলাম মানবতার ধর্ম এবং প্রতিটি প্রাণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এর অন্যতম লক্ষ্য। সমাজ বা পরিবারের অবহেলায় রাস্তায় পড়ে থাকা শিশু বা 'লাক্বীত'-এর জীবন রক্ষা করা মুসলিম সমাজের সামষ্টিক দায়িত্ব। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' ও হানাফী ফিকহে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

কুড়িয়ে নেওয়ার হুকুম (حكم الالتقاط): হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে নেওয়া বা আশ্রয় দেওয়া অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে: ১. **মুস্তাহাব (مستحب):** সাধারণ অবস্থায়, যখন শিশুটির মৃত্যুর আশঙ্কা নেই কিন্তু সে অসহায়, তখন তাকে কুড়িয়ে নেওয়া মুস্তাহাব বা উত্তম কাজ। এটি এক ধরণের ইহসান। ২. **ফরযে কিফায়া (فرض كفاية):** যদি কেউ তাকে না ওঠায় তবে সে মারা যাবে এমন আশঙ্কা থাকলে, তাকে উদ্ধার করা পুরো সমাজের ওপর ফরযে কিফায়া। কেউ একজন এগিয়ে এলে সবার পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হবে। ৩.

ফরযে আইন (فرض عين): যদি কোনো ব্যক্তি এমন জায়গায় শিশুটিকে দেখে যেখানে সে ছাড়া আর কেউ নেই এবং সে উদ্ধার না করলে শিশুটি নিশ্চিত মারা যাবে (যেমন হিংস্র প্রাণীর ভয় বা তীব্র শীত), তখন তাকে ওঠানো ওই ব্যক্তির ওপর ফরযে আইন বা ওয়াজিব। **আরবি দলিল:** আল্লাহ তাআলা বলেন: **" وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا."** (যে একটি প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন পুরো মানবজাতিকে রক্ষা করল)।

শরীয়তের রহস্য বা হিকমত (الحكمة من المشروعية): লাক্বীত গ্রহণের বিধানের পেছনে শরীয়তের গভীর হিকমত রয়েছে: ১. **প্রাণের সুরক্ষা (حفظ النفس):** শরীয়তের মাকাসিদের (উদ্দেশ্যের) মধ্যে অন্যতম হলো মানুষের জান বাঁচানো। শিশুটি নিজে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাই তার দায়িত্ব সমাজকে নিতে হয়। ২. **বংশ ও সমাজের সুরক্ষা:** শিশুটিকে ইসলামী পরিবেশে বড় করা এবং তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। হানাফী মতে, **"اللَّقِيطُ حُرٌّ"** (লাক্বীত স্বাধীন), তাকে কেউ গোলাম বানাতে পারবে না। ৩. **সামাজিক অপরাধ রোধ:** দারিদ্র্য বা যিনার কারণে ফেলা দেওয়া শিশুদের পুনর্বাসন না করলে সমাজে অপরাধ ও অনৈতিকতা বৃদ্ধি পেত।

উপসংহার: সুতরাং, পরিত্যক্ত শিশুকে আশ্রয় দেওয়া কেবল মানবিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি জান্নাত লাভের মাধ্যম। রাসুল (সা.) এতিম ও অসহায়দের লালন-পালনকারীদের নিজের সাথী হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

আল-লুক্বতাহ : পড়ে থাকা বস্তু

প্রশ্ন-২২: 'পড়ে থাকা বস্তু' (আল-লুক্বতাহ)-এর সংজ্ঞা দাও। তা কুড়িয়ে নেওয়ার শর্তাবলি কী, যাতে তা জোরপূর্বক দখল (গসব) হিসেবে গণ্য না হয়? (عرف "اللقطة" - وما هي شروط التقاطها حتى لا يعد غصبا؟)

উত্তর: ভূমিকা: মালিকের অজান্তে পড়ে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া সম্পদকে শরীয়তের পরিভাষায় 'লুক্বতাহ' বলা হয়। অন্যের সম্পদ ধরা বা ব্যবহার করা সাধারণ অবস্থায় নিষিদ্ধ হলেও, মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নিয়তে তা কুড়িয়ে নেওয়া শরীয়তে অনুমোদিত। তবে এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত রয়েছে।

লুক্বতাহ-এর সংজ্ঞা (تعريف اللقطة):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'লুক্বতাহ' শব্দটি আরবি 'লাক্বত' (لقط) মূলধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ কোনো কিছু নিচ থেকে ওপরে তোলা বা কুড়িয়ে নেওয়া।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফী ফিকহ অনুযায়ী: **"مَالٌ وُجِدَ ضَائِعًا لَا يُعْرَفُ مَالِكُهُ، وَالْأَصْلُ فِي أَخْذِهِ الْإِبَاحَةُ إِذَا كَانَ بِنِيَّةِ الرَّدِّ."** অর্থ: *"এমন হারানো সম্পদ যার মালিক জানা নেই; এটি ফেরত দেওয়ার নিয়তে উঠিয়ে নেওয়া মুবাহ বা বৈধ।"*

কুড়িয়ে নেওয়ার শর্তাবলি (শর্তুল ইলতিকাত): কোনো বস্তু কুড়িয়ে নেওয়া 'গসব' (ছিনতাই বা অবৈধ দখল) হবে না, বরং আমানত হবে, যদি নিচের শর্তগুলো পালন করা হয়: ১. **ফেরত দেওয়ার নিয়ত (نية الرد):** কুড়ানোর সময়ই নিয়ত থাকতে হবে যে, "আমি এটি মালিককে ফেরত দেওয়ার জন্য নিচ্ছি, নিজের জন্য নয়।" যদি নিজের করে নেওয়ার নিয়তে তোলে, তবে তা তাৎক্ষণিকভাবে 'গসব' বা হারাম হবে এবং হাত থেকে নষ্ট হলে জরিমানা দিতে হবে। ২. **সাক্ষী রাখা (الإشهاد):** বস্তুটি কুড়িয়ে নেওয়ার সময় বা পরে দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রাখা ওয়াজিব (বা সুন্নাহ মুয়াক্কাদা)। যেন ভবিষ্যতে শয়তান ধোঁকা দিতে না পারে বা মালিক এলে প্রমাণ দেওয়া যায়। **আরবি হাদিস:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **"مَنْ أَخَذَ اللُّقَطَةَ فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا."** অর্থ: *"যে ব্যক্তি লুক্বতাহ কুড়িয়ে নেয়, সে যেন দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রাখে এবং থলি ও বাঁধন চিনে রাখে।"* ৩. **ঘোষণা দেওয়া:** বস্তুটি নিজের কাছে গোপন না রেখে প্রচার করা।

গসব ও আমানতের পার্থক্য: যদি কেউ মালিককে দেওয়ার নিয়তে তোলে, তবে বস্তুটি তার হাতে 'আমানত'। অনিচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট হলে জরিমানা নেই। কিন্তু যদি সে নিজের ভোগের জন্য তোলে, তবে সে 'গাসিব' (দখলদার)। তখন হাত থেকে নষ্ট হলে (এমনকি অনিচ্ছাকৃত হলেও) তাকে সমপরিমাণ জরিমানা দিতে হবে।

উপসংহার: ইসলাম অন্যের সম্পদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়। তাই লুক্বতাহ কুড়িয়ে নেওয়াকে শর্তসাপেক্ষে জায়েয করা হয়েছে যাতে সম্পদটি নষ্ট না হয় এবং মালিক ফেরত পায়।

প্রশ্ন-২৩: হানাফী ফিকহে পড়ে থাকা বস্তুর ঘোষণার পদ্ধতি এবং এর সময়কাল ব্যাখ্যা কর। কুড়িয়ে নেওয়া ব্যক্তি কখন এর মালিক হতে পারে? (اشرح كيفية تعريف اللقطة ومدته في الفقه الحنفي - ومتى يمتلك الملتقط اللقطة؟)

উত্তর: ভূমিকা: লুক্বতাহ বা হারানো বস্তু কুড়িয়ে নেওয়ার পর প্রাপকের প্রধান দায়িত্ব হলো এর প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করা। এর জন্য শরীয়ত 'তা'রীফ' বা ঘোষণার বিধান দিয়েছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' ও হানাফী ফিকহে ঘোষণার পদ্ধতি ও সময়কাল বস্তুর মূল্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঘোষণার পদ্ধতি (كيفية التعريف): বস্তুটি পাওয়ার পর জনসমাগমস্থলে (যেমন—বাজার, মসজিদের বাইরে, জনপথ) ঘোষণা দিতে হবে। ঘোষণায় বস্তুর কিছু সাধারণ বিবরণ দিতে হবে, কিন্তু মূল গোপন চিহ্নগুলো (যেমন থলিতে কত টাকা, কী রঙের সুতা দিয়ে বাঁধা) গোপন রাখতে হবে। যাতে মিথ্যা দাবিদার এসে নিতে না পারে। প্রকৃত মালিক এসে যখন সঠিক বিবরণ দেবে, কেবল তখনই তাকে দেওয়া হবে। **আরবি:** **"يُنَادِي عَلَيْهَا فِي الْمَجَامِعِ وَالْأَسْوَاقِ."**

ঘোষণার সময়কাল (مدة التعريف): হানাফী মাযহাব মতে ঘোষণার মেয়াদ বস্তুর মূল্যের ওপর নির্ভর করে: ১. **মূল্যবান বস্তু:** যদি বস্তুটি ১০ দিরহাম বা তার বেশি মূল্যের হয় (বা এমন মূল্যবান যা মালিক খুঁজবে), তবে পূর্ণ **এক বছর** (হাওল) ঘোষণা দেওয়া ওয়াজিব। **আরবি হাদিস:** **"عَرِّفْهَا سَنَةً."** (এক বছর ঘোষণা দাও)। ২. **স্বল্পমূল্যের বস্তু:** যদি তুচ্ছ বস্তু হয় (যেমন—সামান্য টাকা, দড়ি, খাবার), তবে ততদিন ঘোষণা দেবে যতদিন মালিকের খুঁজে আসার সম্ভাবনা থাকে। এটা কুড়িয়ে নেওয়া ব্যক্তির প্রবল ধারণার (যন্নে গালিব) ওপর নির্ভরশীল।

মালিক হওয়ার বিধান (متى يملكها الملتقط): নির্দিষ্ট সময় ঘোষণা দেওয়ার পরও যদি মালিক না আসে, তবে বস্তুটির কী হবে?

- **ধনী ব্যক্তির জন্য:** কুড়িয়ে নেওয়া ব্যক্তি যদি ধনী (সাহিবে নিসাব) হয়, তবে সে নিজে বস্তুটি ব্যবহার করতে পারবে না। তাকে এটি গরিবদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে।
- **গরিব ব্যক্তির জন্য:** যদি কুড়িয়ে নেওয়া ব্যক্তি নিজে গরিব (হকদার) হয়, তবে সে বস্তুটি নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে বা নিজেই এর মালিক হতে পারে। **আরবি ইবারত: " إِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ فَقِيرًا فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا تَصَدَّقَ بِهَا."**
- **শর্ত:** যদি সদকা করার পর বা নিজে ব্যবহার করার পর প্রকৃত মালিক ফিরে আসে, তবে মালিকের ইখতিয়ার থাকবে—সে চাইলে সওয়াবের নিয়ত করতে পারে অথবা জরিমানাও দাবি করতে পারে।

উপসংহার: ইসলামী আইনে হারানো প্রাপ্তি কোনো লটারি জেতা নয়, বরং এটি একটি বড় দায়িত্ব। আমানতদারিতার সাথে ঘোষণা দেওয়ার পরই কেবল এর বিধান কার্যকর হয়।

আস-সাইদ ও আয-যাবাইহ : শিকার ও জবাই

প্রশ্ন-২৪: শরীয়তসম্মত জবাই শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি কী (যবাইকারী ও যন্ত্রে)? এবং বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার হুকুম কী? (ما هي شروط صحة الذبح الشرعي (في الذابح والآلة)؟ وما هو حكم ترك التسمية؟)

উত্তর: ভূমিকা: প্রাণীর গোশত হালাল হওয়ার জন্য 'যাকাত' বা শরঈ পন্থায় জবাই করা অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ"** (তবে যা তোমরা জবাই করেছ)। হানাফী ফিকহে জবাই শুদ্ধ হওয়ার জন্য জবাইকারী, যন্ত্র এবং বিসমিল্লাহ বলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে।

জবাই শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি (شروط صحة الذبح):

১. জবাইকারীর শর্ত (شروط الذابح):

- **ধর্ম:** জবাইকারীকে অবশ্যই 'মুসলিম' অথবা 'কিতাবী' (ইহুদি বা খ্রিস্টান) হতে হবে। মুশরিক, মূর্তিপূজক বা নাস্তিকের জবাই করা পশু হারাম।
- **জ্ঞান:** তাকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (আকিল) হতে হবে। পাগল বা মাতালের জবাই গ্রহণযোগ্য নয়।
- **আরবি:** **"أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا، عَاقِلًا مُمَيِّزًا."**

২. যন্ত্রের শর্ত (شروط الآلة):

- যন্ত্রটি ধারালো হতে হবে যা রক্ত প্রবাহিত করতে সক্ষম। তা লোহা, পাথর বা বাঁশ—যেকোনো কিছুর হতে পারে (দাঁত ও নখ ছাড়া)। ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে বা গলা টিপে মারা পশু 'মায়তাহ' (মৃত), যা হারাম।
- হাদিস: **"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ."** (যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তা খাও)।

৩. রগ কাটার শর্ত: গলার ৪টি রগ (শ্বাসনালী, খাদ্যনালী এবং দুটি রক্তনালী) কাটা জরুরি। হানাফী মতে, অন্তত ৩টি রগ কাটা গেলে জবাই শুদ্ধ হবে।

বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার হুকুম (حكم ترك التسمية): জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলা ওয়াজিব। এটি ছেড়ে দেওয়ার দুটি অবস্থা হতে পারে:

- **ভুলবশত (نسيانا):** যদি জবাইকারী বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তবে হানাফী মাযহাবসহ অধিকাংশের মতে পশুটি **হালাল**। কারণ আল্লাহ উম্মতের ভুলত্রুটি ক্ষমা করেছেন। **আরবি দলিল:** রাসুল (সা.) বলেছেন: **" ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ."** (মুসলিমের জবাই হালাল যদিও সে নাম না নেয়, যদি না সে ইচ্ছাকৃতভাবে ছাড়ে)।

- **ইচ্ছাকৃতভাবে (عمدا):** যদি কেউ স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ না বলে, তবে হানাফী মাযহাবে সেই পশু খাওয়া **হারাম**। কারণ আল্লাহ বলেছেন: **"وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ."** (যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা খেও না, নিশ্চয়ই তা পাপাচার)।

উপসংহার: জবাই কেবল পশু হত্যা নয়, বরং এটি আল্লাহর নামে উৎসর্গ। তাই ইচ্ছাকৃত অবহেলা পশুটিকে অপবিত্র বা মৃত (মায়তাহ) বানিয়ে দেয়।

প্রশ্ন-২৫: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী প্রাণী (কুকুর ও পাখি) দ্বারা শিকার শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি ব্যাখ্যা কর। (اشرح شروط صحة الصيد بالجوارح المدربة (كلبا وطائرا؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামে শিকার করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণী (যেমন—শিকারী কুকুর, চিতা বা বাজপাখি) ব্যবহার করা জায়েয। তবে এদের মাধ্যমে ধৃত প্রাণীটি হালাল হওয়ার জন্য কিছু কঠোর শর্ত রয়েছে। এই শর্তগুলো পবিত্র কুরআন (সূরা মায়েদা: ৪) এবং সুন্নাহ থেকে গৃহীত। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শিকারী প্রাণী দ্বারা শিকারের শর্তাবলি (شروط الصيد بالجوارح):

১. প্রশিক্ষিত হওয়া (أن يكون معلما): প্রাণীটিকে অবশ্যই 'মুআল্লাম' বা প্রশিক্ষিত হতে হবে।

- **কুকুরের ক্ষেত্রে:** যখন তাকে শিকার ধরতে পাঠানো হয়, সে যায়; যখন থামতে বলা হয়, সে থামে; এবং শিকার ধরার পর সে তা থেকে নিজে খায় না।

- **পাখির (বাজপাখি) ক্ষেত্রে:** যখন তাকে ডাকা হয়, সে ফিরে আসে। (পাখির জন্য শিকার না খাওয়ার শর্ত নেই)। **আরবি দলিল:** আল্লাহ বলেন: **" وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ..."**

২. **পাঠানোর সম্পর্ক (الإرسال):** শিকারী প্রাণীটি নিজে নিজে গেলে হবে না, বরং শিকারির নির্দেশে (পাঠানোতে) যেতে হবে। যদি সে নিজে গিয়ে শিকার ধরে, তবে তা খাওয়া জায়েয নয়।

৩. **বিসমিল্লাহ বলা (التسمية):** প্রাণীটিকে পাঠানোর সময় শিকারিকে অবশ্যই 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। **হাদিস:** রাসুল (সা.) আদি ইবনে হাতীম (রা.)-কে বলেছেন: **"إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ."** অর্থ: *"যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষিত কুকুর পাঠাবে এবং আল্লাহর নাম নেবে, তখন (তার শিকার) খাও।"*

৪. **শিকার থেকে না খাওয়া (عدم الأكل):** কুকুর যদি শিকার ধরে তার কিছু অংশ খেয়ে ফেলে, তবে অবশিষ্ট অংশ খাওয়া **হারাম**। কারণ এতে বোঝা যায় সে নিজের জন্য শিকার করেছে, মালিকের জন্য নয়। রাসুল (সা.) বলেছেন: **" إِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ."** (সে যদি খায় তবে তুমি খেও না, কারণ সে নিজের জন্য ধরেছে)।

৫. **আঘাত বা জখম করা (الجرح):** শিকারী প্রাণীটি শিকারকে আঘাত করে বা রক্ত প্রবাহিত করে হত্যা করতে হবে। যদি কেবল ভয় পেয়ে বা চাপে মরে যায় (রক্তপাত ছাড়া), তবে তা খাওয়া যাবে না।

উপসংহার: এই শর্তগুলো নিশ্চিত করে যে, শিকারটি কেবল বিনোদন নয়, বরং শরিয়তসম্মত উপায়ে খাদ্য আহরণের একটি মাধ্যম। শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে প্রাণীটি 'মায়তাহ' বা মৃত হিসেবে গণ্য হবে।

আল-উদ্বহিয়্যাহ : কুরবানী (الأضاحي)

প্রশ্ন-২৬: 'কুরবানী' (আল-উদ্বহিয়্যাহ)-এর সংজ্ঞা দাও। হানাফী মাযহাবে এর হুকুম কী এবং এর দলিল কী? (عرف "الأضحية" وما هو حكمها في المذهب الحنفي وما دليله؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পশু জবেহ করাকে কুরবানী বলে। এটি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সুন্নাত এবং আমাদের শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত (শিআর)। হানাফী ফিকহে কুরবানীর গুরুত্ব অপরিসীম।

কুরবানীর সংজ্ঞা (تعريف الأضحية):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'উদ্বহিয়্যাহ' (الأضحية) শব্দটি 'উদ্বহাত' বা 'দ্বাহওয়াহ' (পূর্বাহ্ণ) সময় থেকে এসেছে। যেহেতু কুরবানী সাধারণত ঈদের নামাযের পর দুপুরের আগেই করা হয়, তাই একে এই নাম দেওয়া হয়েছে।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফী ফকীহগণের মতে: "**هِيَ ذَبْحُ حَيَوَانٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ.**" অর্থ: *"আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে নির্দিষ্ট সময়ে (১০-১২ যিলহজ) নির্দিষ্ট পশু (উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি) জবেহ করা।"*

হানাফী মাযহাবে কুরবানীর হুকুম (الحكم عند الحنفية): অধিকাংশ হানাফী ফকীহ এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর কুরবানী করা **ওয়াজিব** (আবশ্যক)। এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদা নয় (যেমন শাফেয়ী মতে)। শর্ত হলো ব্যক্তিকে মুকিম (স্থায়ী বাসিন্দা) হতে হবে এবং নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হবে। **আরবি ইবারত:** "**الْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ مُقِيمٍ مُوسِرٍ.**"

ওয়াজিব হওয়ার দলিল (الأدلة): ১. **আল-কুরআন:** আল্লাহ তাআলা বলেন: "**فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.**" অর্থ: *"অতএব তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে নামায পড়ো এবং কুরবানী করো।"* (সূরা কাউসার: ২)। হানাফী উসুল অনুযায়ী, নির্দেশসূচক শব্দ (আমর) ওয়াজিবের অর্থ বহন করে।

২. **আল-হাদিস:** রাসুলুল্লাহ (সা.) কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন: "**مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا.**" অর্থ: *"যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও*

কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।" (মুসনাদে আহমদ/ইবনে মাজাহ)। এই ধমকি বা হুঁশিয়ারি প্রমাণ করে যে, এটি পরিত্যাগ করা সাধারণ সুন্নাত ছাড়ার মতো নয়, বরং এটি ওয়াজিব তরক করার শামিল।

উপসংহার: কুরবানী কেবল গোশত খাওয়ার উৎসব নয়, বরং এটি ত্যাগের মহিমা। হানাফী মাযহাব মতে, এটি ধনীদের ওপর সম্পদের যাকাতের মতোই একটি বাৎসরিক আর্থিক ইবাদত যা সমাজের দরিদ্রদের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করার সুযোগ করে দেয়।

প্রশ্ন-২৭: কুরবানীতে অংশগ্রহণের (শরীক হওয়ার) বিধান ব্যাখ্যা কর। হানাফী মাযহাবে কুরবানীর চামড়া বিক্রি করার হুকুম কী? (اشرح أحكام الاشتراك في الأضحية - وما هو حكم بيع جلد الأضحية في الحنفية؟)

উত্তর: ভূমিকা: কুরবানীর পশুতে একাধিক ব্যক্তির অংশীদার হওয়া বা 'শরীকানা কুরবানী'র বিষয়টি সমাজে বহুল প্রচলিত। হানাফী ফিকহ এবং 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এ শরীক হওয়ার শর্ত এবং কুরবানীর পশুর চামড়ার ব্যবহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান দেওয়া হয়েছে।

অংশগ্রহণের বিধান (أحكام الاشتراك): হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পশুর প্রকারভেদে শরীক হওয়ার বিধান ভিন্ন: ১. **ছোট পশু:** ছাগল, ভেড়া বা দুম্বাতে কেবল **একজন ব্যক্তি** কুরবানী করতে পারে। এতে অন্য কাউকে শরীক করা জায়েয নেই। ২. **বড় পশু:** উট, গরু বা মহিষে সর্বোচ্চ **সাতজন ব্যক্তি** শরীক হতে পারে। **আরবি দলিল:** জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত: **" نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ."** (আমরা রাসুল (সা.)-এর সাথে উট সাতজনের পক্ষ থেকে এবং গরু সাতজনের পক্ষ থেকে জবেহ করেছি)।

শর্তাবলি:

- **নিয়ত:** সকল শরীকের নিয়ত হতে হবে 'কুরবাত' বা সওয়াব অর্জন। যদি কারো নিয়ত কেবল গোশত খাওয়া হয়, তবে কারো কুরবানীই শুদ্ধ হবে না।
- **অংশ:** কারো অংশ সাত ভাগের এক ভাগের কম হতে পারবে না।

কুরবানীর চামড়া বিক্রির হুকুম (حكم بيع الجلد): কুরবানীর চামড়া বা পশুর কোনো অংশ বিক্রি করে নিজে সেই টাকা ভোগ করা হারাম বা মাকরূহে তাহরীমি। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী এর বিধানগুলো হলো: **১. ব্যবহার করা:** চামড়া দিয়ে জায়নামাজ, দস্তরখান বা পানির পাত্র বানিয়ে নিজে ব্যবহার করা জায়েয। **আরবি: "يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِجِلْدِهَا."** ২. **বিনিময় ছাড়া দান:** গরিবদের দান করা উত্তম। ৩. **টাকায় বিক্রি করা:** যদি কেউ চামড়া মুদ্রার (টাকা/পয়সা) বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে সেই টাকা নিজে খরচ করা জায়েয নেই; বরং পুরো টাকা সদকা করা **ওয়াজিব**। রাসুল (সা.) বলেছেন: **"مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ."** অর্থ: *"যে তার কুরবানীর চামড়া বিক্রি করল (এবং টাকা খেল), তার কুরবানী হলো না।"* ৪. **কসাইয়ের পারিশ্রমিক:** চামড়া বা গোশত দিয়ে কসাইয়ের পারিশ্রমিক দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। পারিশ্রমিক আলাদাভাবে দিতে হবে।

উপসংহার: কুরবানী সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য উৎসর্গীকৃত। এর কোনো অংশ (গোশত বা চামড়া) ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা ইবাদতের রুহ বা আত্মার পরিপন্থী। চামড়ার টাকা গরিবের হক, তাই তা সদকা করাই সর্বোত্তম পন্থা।

আল-ক্বাযা : বিচার ব্যবস্থা (القضاء)

প্রশ্ন-২৮: হানাফী ফিকহে বিচারককে নিয়োগ দেওয়ার শর্তাবলি কী কী? তাঁর জন্য ইজতিহাদ করার ক্ষমতা কি শর্ত? (ما هي شروط تولية القاضي في الفقه الحنفي؟ وهل يشترط اجتهاده؟)

উত্তর: ভূমিকা: বিচার ব্যবস্থা বা 'ক্বাযা' হলো মজলুমের হক আদায় এবং জালেমের হাত প্রতিহত করার মাধ্যম। বিচারক বা 'কাজী' নিয়োগ দেওয়া খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর ওয়াজিব। হানাফী ফিকহে বিচারক নিয়োগের জন্য ব্যক্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যা শাফেয়ী বা অন্যান্য মাযহাব থেকে কিছুটা ভিন্ন।

বিচারক নিয়োগের শর্তাবলি (شروط تولية القاضي): হানাফী ফিকহ অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ দেওয়ার জন্য তার মধ্যে নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা আবশ্যক: ১. **জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা:** তাকে অবশ্যই 'আকিল' (সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী) হতে হবে। পাগল বা নির্বোধ বিচারক হতে পারে না। ২. **প্রাপ্তবয়স্কতা:** তাকে 'বালেগ' হতে হবে। শিশুর রায় গ্রহণযোগ্য নয়। ৩. **ইসলাম:** বিচারককে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। অমুসলিমের বিচার মুসলমানদের ওপর কার্যকর নয়। **আরবি: "لَا تَجُوزُ وِلَايَةُ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ."** ৪. **স্বাধীনতা:** তাকে স্বাধীন (হুর) হতে হবে, দাস বিচারক হতে পারে না। ৫. **শ্রবণ ও বাকশক্তি:** বোবা বা বধির ব্যক্তি বিচারক হতে পারবে না, কারণ বিচার কার্যের জন্য শোনা ও বলা অপরিহার্য। (অন্ধ হওয়ার ব্যাপারে হানাফীদের মধ্যে মতভেদ আছে, তবে বিশুদ্ধ মতে অন্ধ ব্যক্তি বিচারক হতে পারেন না)।

ইজতিহাদের শর্ত (هل يشترط الاجتهاد؟): অন্যান্য মাযহাবে (যেমন শাফেয়ী) বিচারককে 'মুজতাহিদ' (যিনি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান বের করতে পারেন) হওয়া শর্ত করা হয়েছে। কিন্তু হানাফী মাযহাবে **মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয়**।

- **হানাফী মত:** 'মুয়াক্কাল্লিদ' (যিনি মাযহাবের ইমামদের অনুসরণ করেন) বা সাধারণ আলেমকেও বিচারক নিয়োগ দেওয়া জায়েয, যদি তিনি ফতোয়ার কিতাব দেখে বা অন্য মুফতিদের সাহায্য নিয়ে সঠিক রায় দিতে পারেন।
- **যুক্তি:** পরবর্তী যুগে মুজতাহিদ পাওয়া দুষ্কর। তাই যদি ইজতিহাদ শর্ত করা হয়, তবে বিচার ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে। **আরবি ইবারত: " يَجُوزُ تَقْلِيدُ**

"الْجَاهِلِ بِالْأَحْكَامِ (غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ) إِذَا كَانَ يَرْجِعُ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِهِ."
অর্থ: *"অমুজতাহিদ ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া জায়েয, যদি সে রায়ের ক্ষেত্রে আলেমদের (মুফতিদের) শরণাপন্ন হয়।"*

উপসংহার: হানাফী ফিকহ বিচার ব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী করেছে। বিচারকের প্রধান গুণ হলো ন্যায়পরায়ণতা এবং আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহর বিধান প্রয়োগের মানসিকতা। মুজতাহিদ না হলেও সঠিক ইলম ও তাকওয়া থাকলে তিনি কাজী হতে পারেন।

প্রশ্ন-২৯: বিচারকের আদব এবং বিচারিক মজলিসে বাদী-বিবাদীর সাথে তাঁর আচরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর। (تحدث عن أدب القاضي وكيفية تعامله مع الخصم في مجلس القضاء.)

উত্তর: ভূমিকা: ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য বিচারকের ব্যক্তিগত আচরণ এবং মজলিসের পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম বিচারককে কিছু বিশেষ 'আদব' বা শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে, যাতে বাদী ও বিবাদী উভয়েই ন্যায়বিচারের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' ও হানাফী ফিকহে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

বিচারকের আদবসমূহ (آداب القاضي): ১. **ধীরস্থিরতা ও গাম্ভীর্য:** বিচারককে সর্বদা শান্ত ও গম্ভীর থাকতে হবে। তাড়াহুড়া করা বা চটুলতা প্রকাশ করা তার শানের খেলাফ। ২. **শারীরিক ও মানসিক অবস্থা:** বিচারক এমন অবস্থায় রায় দেবেন না যখন তার স্বাভাবিক চিন্তা ব্যাহত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **"لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ."** অর্থ: *"কোনো বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুইজনের মধ্যে ফয়সালা না করে।"* অনুরূপভাবে প্রচণ্ড ক্ষুধা, পিপাসা, তন্দ্রা বা অসুস্থতার সময়ও রায় দেওয়া মাকরূহ। ৩. **উপহার গ্রহণ না করা:** বিচারকের জন্য মানুষের কাছ থেকে উপহার (হাদিয়া) গ্রহণ করা হারাম, কারণ এটি ঘুষের দরজা খুলে দেয়।

বাদী-বিবাদীর সাথে আচরণের পদ্ধতি (التعامل مع الخصوم): বিচারিক মজলিসে বিচারককে বাদী (মুদ্দাঈ) ও বিবাদী (মুদ্দাআ আলাইহি)-এর মধ্যে পূর্ণ সমতা বা **'মুসাওয়াত'** বজায় রাখতে হবে। ১. **বসানোর ক্ষেত্রে:** উভয়কে বিচারকের সামনে সমান মর্যাদায় বসাতে হবে। একজনকে সম্মানের আসনে আর অন্যজনকে নিচে বসানো যাবে না। ২. **তাকানোর ক্ষেত্রে:** বিচারক একজনের দিকে তাকিয়ে হাসবেন

বা কথা বলবেন এবং অন্যজনকে উপেক্ষা করবেন—এটা নিষিদ্ধ। চোখের পলক ও মনোযোগেও সমতা রাখতে হবে। ৩. **কথা বলার সুযোগঃ** উভয় পক্ষকে কথা বলার সমান সুযোগ দিতে হবে। **আরবি নির্দেশঃ** হযরত উমর (রা.) আবু মুসা আল-আশআরী (রা.)-কে লেখা চিঠিতে বলেছিলেন: **" وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ وَمَجْلِسِكَ."** অর্থ: *"তোমার চেহারা, তোমার বিচার এবং তোমার মজলিসে মানুষের মধ্যে সমতা বজায় রাখো।"*

উপসংহারঃ বিচারকের এই নিরপেক্ষ আচরণই ইসলামি বিচার ব্যবস্থার সৌন্দর্য। যখন বিচারক বাহ্যিক আচরণে সমতা রক্ষা করেন, তখন দুর্বল পক্ষও ন্যায়বিচার পাওয়ার সাহস পায় এবং সবলের প্রভাব খর্ব হয়।

আদ-দাওয়া : মামলা (الدعوى)

প্রশ্ন-৩০: 'মামলা/দাবী' (আল-দা'ওয়া)-এর সংজ্ঞা দাও এবং বিচারক কর্তৃক ফয়সালা দেওয়ার জন্য তার শুদ্ধতার শর্তাবলি কী? (عرف "الدعوى" وما هي شروط صحتها لينتقل القاضي إلى الحكم؟)

উত্তর: ভূমিকা: বিচারকের সামনে কোনো অধিকার আদায়ের জন্য অভিযোগ পেশ করাকে 'দাওয়া' বা মামলা বলা হয়। ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় সব ধরণের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। একটি মামলা বা দাওয়া বিচারযোগ্য হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এর 'কিতাবুদ দাওয়া' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

দাওয়ার সংজ্ঞা (تعريف الدعوى):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'দাওয়া' শব্দটি 'দুআ' (আহ্বান) বা দাবি করা থেকে এসেছে।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফী ফিকহ অনুযায়ী: "**هِيَ قَوْلٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضِي يَقْتَضِي حَقًّا لِلْقَائِلِ عَلَى الْغَيْرِ.**" অর্থ: *"এটি বিচারকের কাছে এমন একটি গ্রহণযোগ্য উক্তি, যা বক্তার (বাদীর) জন্য অন্যের ওপর কোনো অধিকার বা পাওনা সাব্যস্ত করে।"*

মামলা শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি (شروط صحة الدعوى): বিচারক কোনো মামলা গ্রহণ করবেন না যতক্ষণ না নিচের শর্তগুলো পাওয়া যায়: ১. **মজলিস:** দাবিটি অবশ্যই বিচারকের এজলাসে বা মজলিসে হতে হবে। বাইরে বা রাস্তায় কোনো দাবি দাওয়া হিসেবে গণ্য নয়। ২. **বাদী ও বিবাদী নির্দিষ্ট হওয়া:** বাদী (মুদ্দাঈ) এবং বিবাদী (মুদ্দাআ আলাইহি) কে—তা স্পষ্ট হতে হবে। অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা চলে না। ৩. **বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট হওয়া (Ma'lum):** কী দাবি করা হচ্ছে (মুদ্দাআ বিহি), তা স্পষ্ট হতে হবে। যেমন—"সে আমার টাকা পায়" বললে হবে না, বরং "কত টাকা" এবং "কিভাবে পায়" (ঋণ না গসব) তা বলতে হবে। **আরবি:** "**أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا.**" ৪. **সম্ভাব্যতা:** দাবিটি অসম্ভব বা মিথ্যা হওয়ার মতো হলে চলবে না। যেমন—একজন তরুণ দাবি করল যে, বয়স্ক এক ব্যক্তি তার ছেলে। এটি প্রাকৃতিকভাবে অসম্ভব। ৫. **বিবাদীর উপস্থিতি:** হানাফী মতে, বিবাদী উপস্থিত থাকা শর্ত। অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় দেওয়া (ক্বাযা আলাল গায়েব) সাধারণত

জায়েয নেই। ৬. **পরিণাম:** দাবিটি প্রমাণিত হলে বিবাদীর ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা (ইযলাম) আসতে হবে। অনর্থক কোনো দাবি মামলা হতে পারে না।

উপসংহার: এই শর্তগুলো মামলার সত্যতা ও গুরুত্ব নিশ্চিত করে। বিচারকের সময় যাতে নষ্ট না হয় এবং মিথ্যা বা ভিত্তিহীন মামলা দিয়ে যাতে মানুষকে হয়রানি করা না হয়, সেজন্য ফিকহবিদগণ দাওয়ার এই কঠোর শর্ত আরোপ করেছেন।

প্রশ্ন-৩১: সাক্ষ্যপ্রমাণ সাংঘর্ষিক হলে মামলার তদন্ত কীভাবে করা হয়? এবং এই অধ্যায়ে কসমের ভূমিকা কী? (كيف يتم التحقيق في الدعوى عند تعارض البينات؟ وما هو دور اليمين في هذا الباب؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় মামলার রায় প্রদানের ক্ষেত্রে 'বাইয়্যিনাহ' (সাক্ষ্যপ্রমাণ) সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু অনেক সময় বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষই নিজেদের দাবির পক্ষে সাক্ষী হাজির করে, ফলে সাক্ষ্যপ্রমাণ সাংঘর্ষিক (Ta'arud) হয়ে পড়ে। হানাফী ফিকহ এবং 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' অনুযায়ী এই সংঘাত নিরসনের সুনির্দিষ্ট মূলনীতি রয়েছে।

সাক্ষ্যপ্রমাণ সাংঘর্ষিক হলে তদন্ত পদ্ধতি (التحقيق عند تعارض البينات): যখন উভয় পক্ষ সাক্ষী পেশ করে, তখন বিচারক নিচের মূলনীতিগুলো অনুসরণ করবেন:
১. **'দখল' বা কবজার বাইরের পক্ষের সাক্ষ্য অগ্রাধিকার:** যদি কোনো বস্তু নিয়ে বিবাদ হয় এবং বস্তুটি একজনের দখলে থাকে, তবে হানাফী মাযহাবে যে ব্যক্তির দখলে বস্তুটি **নেই** (খারিজি), তার সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। **কারণ:** দখলদার ব্যক্তির পক্ষে তার দখলই একটি প্রমাণ (Possession is 9/10ths of the law)। তাই দ্বিতীয় পক্ষের সাক্ষী নতুন মালিকানা প্রমাণ করছে। **আরবি মূলনীতি: "الْبَيِّنَةُ لِإِثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ، وَالْيَدُ تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ ظَاهِرًا."** অর্থ: *"সাক্ষ্যপ্রমাণ বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত কিছু প্রমাণের জন্য, আর দখল বাহ্যিকভাবে মালিকানার প্রমাণ দেয়।"* সুতরাং, দখল বহির্ভূত পক্ষের সাক্ষী নতুন অধিকার সাব্যস্ত করে বিধায় তা গ্রহণীয়।

২. **তারিখের অগ্রাধিকার:** যদি উভয় পক্ষ মালিকানা দাবি করে এবং তারিখ উল্লেখ করে, তবে যার তারিখ আগে, তার দাবি প্রবল হবে।

কসমের ভূমিকা (دور اليمين): মামলার ক্ষেত্রে কসম বা শপথ রায় প্রদানের শেষ উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১. **সাক্ষ্য না থাকলে কসম:** বাদী যদি সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ হয়, তখন বিবাদীর ওপর কসম অর্পণ করা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিখ্যাত হাদিস: **"الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."** অর্থ: *"প্রমাণ পেশ করা বাদীর দায়িত্ব, আর (প্রমাণ না থাকলে) অস্বীকারকারীর ওপর কসম।"* 2. **কসম অস্বীকার (Nukul):** যদি বিবাদী কসম খেতে অস্বীকার করে (নুকুল), তবে বিচারক তার বিরুদ্ধে এবং বাদীর পক্ষে রায় দেবেন।

উপসংহার: তদন্তের ক্ষেত্রে বিচারকের লক্ষ্য হলো সত্য উদঘাটন করা। সাংঘর্ষিক অবস্থায় তিনি শরিয়তের 'তারজীহ' বা প্রাধান্য দেওয়ার নীতি প্রয়োগ করেন, আর প্রমাণের অভাবে আল্লাহর নাম নিয়ে শপথের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন।

আল-ইক্বার : স্বীকারোক্তি (الإقرار)

প্রশ্ন-৩২: 'স্বীকারোক্তি' (আল-ইক্বার)-এর সংজ্ঞা দাও এবং স্বীকারকারীর স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি কী? (عرف "الإقرار" وما هي شروط المقر لصحة إقراره؟)

উত্তর: ভূমিকা: বিচারিক কার্যক্রমে সত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম সহজ ও শক্তিশালী মাধ্যম হলো 'ইক্বার' বা স্বীকারোক্তি। ফিকহবিদগণ বলেন, **"الْإِقْرَارُ سَيِّدُ الْأَدِلَّةِ"** (স্বীকারোক্তি হলো দলিলসমূহের সর্দার)। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এ স্বীকারোক্তির সংজ্ঞা ও শর্তাবলি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

স্বীকারোক্তির সংজ্ঞা (تعريف الإقرار):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'ইক্বার' (الإقرار) অর্থ হলো—কোনো কিছু সাব্যস্ত করা, স্বীকার করা বা স্থির রাখা।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফী ফিকহ অনুযায়ী: **"هُوَ إِخْبَارُ الْإِنْسَانِ عَنْ حَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى نَفْسِهِ."** অর্থ: *"মানুষের নিজের বিরুদ্ধে অন্যের কোনো অধিকার বা পাওনা থাকার সংবাদ দেওয়া।"* (নিজের পক্ষে দাবি করাকে 'দাওয়া' এবং অন্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়াকে 'শাহাদাহ' বলে)।

স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি (شروط صحة الإقرار): স্বীকারকারীর (মুক্বির) স্বীকারোক্তি আইনগতভাবে কার্যকর হওয়ার জন্য তার মধ্যে কিছু যোগ্যতা বা শর্ত থাকা আবশ্যক: ১. **জ্ঞান ও বিবেক (العقل):** স্বীকারকারীকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (আকিল) হতে হবে। পাগল বা মাতালের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। ২. **প্রাপ্তবয়স্কতা (البلوغ):** তাকে প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হতে হবে। শিশুর স্বীকারোক্তি নিজের ক্ষতি করলেও তা ধর্তব্য নয়। **আরবি: "لَا يَصِحُّ إِقْرَارُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ."** ৩. **স্বেচ্ছায় হওয়া (الاختيار):** স্বীকারোক্তিটি জবরদস্তি বা ভীতির (ইকরাহ) মাধ্যমে আদায় করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ."** (আমার উম্মতের ওপর থেকে ভুল, বিস্মৃতি এবং জবরদস্তিমূলক কাজের দায় তুলে নেওয়া হয়েছে)। ৪. **স্বাধীন হওয়া (الحرية):** কিছু আর্থিক বিষয়ে দাসের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হয় না (মালিকের অনুমতি ছাড়া), তবে শারীরিক শাস্তির ক্ষেত্রে হতে পারে। ৫. **বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট হওয়া:**

যদিও হানাফী মতে অজ্ঞাত বস্তুর স্বীকারোক্তিও বৈধ, তবে পরবর্তীতে তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়।

উপসংহার: স্বীকারোক্তি যেহেতু নিজের বিরুদ্ধে যায়, তাই শরিয়ত নিশ্চিত করতে চায় যে ব্যক্তি এটি সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে এবং কোনো চাপ ছাড়াই দিচ্ছে। শর্তগুলো পূরণ হলে বিচারক অন্য কোনো প্রমাণের অপেক্ষা না করেই রায় দিতে পারেন।

প্রশ্ন-৩৩: মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় স্বীকারোক্তির হুকুম কী (যেমন ঋণের ক্ষেত্রে)? এবং স্বীকারকারী কি তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসতে পারে? (ما هو حكم (الإقرار في مرض الموت (للدين مثلا)؟ وهل يرجع المقر عن إقراره؟

উত্তর: ভূমিকা: মানুষ যখন মৃত্যুশয্যায় (Marad al-Mawt) থাকে, তখন তার বুদ্ধিমত্তা ঠিক থাকলেও ওয়ারিশদের অধিকারের বিষয়টি সামনে চলে আসে। তাই এই অবস্থায় কোনো স্বীকারোক্তি দিলে শরিয়ত তা যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করে, যাতে ওয়ারিশরা বঞ্চিত না হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থে এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে।

মৃত্যুশয্যায় স্বীকারোক্তির হুকুম (الإقرار في مرض الموت): ১. ঋণের স্বীকারোক্তি (الإقرار بالدين):

- **অপরিচিত বা অনাত্মীয়ের জন্য:** যদি মৃত্যুশয্যায় ব্যক্তি কোনো অনাত্মীয় বা অপরিচিত ব্যক্তির পাওনা স্বীকার করে, তবে তা **জায়েয ও কার্যকর** হবে। সুস্থ অবস্থায় করা ঋণের মতোই এটি তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে পরিশোধ করা হবে।

- **ওয়ারিশের জন্য:** যদি সে কোনো ওয়ারিশের (যেমন স্ত্রী বা ছেলে) অনুকূলে ঋণের স্বীকারোক্তি করে, তবে তা **গ্রহণযোগ্য নয়**, যতক্ষণ না অন্য ওয়ারিশরা তা মেনে নেয়। **কারণ:** এতে ওয়ারিশদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য করার সন্দেহ (তোহমত) থাকে। **আরবি দলিল:** রাসুল (সা.) বলেছেন: **"لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ."** (ওয়ারিশের জন্য ওসিয়ত নেই, যদি না অন্য ওয়ারিশরা অনুমতি দেয়)। স্বীকারোক্তিকেও এখানে ওসিয়তের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

২. **সুস্থ অবস্থার ঋণের সাথে তুলনা:** হানাফী মতে, সুস্থ অবস্থার ঋণ এবং অসুস্থ অবস্থার (সঠিক) ঋণ—উভয়টিই সমপর্যায়ের। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে সুস্থ অবস্থার ঋণ অগ্রাধিকার পাবে।

স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসা (الرجوع عن الإقرار): স্বীকারকারী তার স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসতে পারে কি না, তা নির্ভর করে অধিকারের ধরণের ওপর:

- **বান্দার হক (حقوق العباد):** ঋণ, আমানত বা কিসাসের মতো বিষয়ে একবার স্বীকার করার পর তা থেকে ফিরে আসা বা অস্বীকার করা **গ্রহণযোগ্য নয়**। **আরবি মূলনীতি:** "**الْإِقْرَارُ بِالْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ لَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ**." অর্থ: *"আর্থিক অধিকারের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারযোগ্য নয়।"* কারণ একবার স্বীকার করার দ্বারা অন্যের হক সাব্যস্ত হয়ে যায়, এরপর অস্বীকার করা মিথ্যা বলার শামিল।

উপসংহার: মৃত্যুশয্যায় মানুষের কথা ও কাজের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। শরিয়ত এখানে ঋণদাতার অধিকার এবং ওয়ারিশদের অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছে, যাতে কেউ প্রতারণার মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তর করতে না পারে।

প্রশ্ন-৩৪: হদ ও কিসাস সম্পর্কিত স্বীকারোক্তির বিধান ব্যাখ্যা কর। স্বীকারকারী ফিরে এলে কি রায় প্রভাবিত হবে? (- اشرح أحكام الإقرار بالحدود والقصاص وهل يتأثر الحكم برجوع المقر فيها؟)

উত্তর: ভূমিকা: ফৌজদারি অপরাধ, বিশেষ করে 'হদ' (যেমন যিনা, চুরি) এবং 'কিসাস' (নরহত্যা)-এর ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি বা 'ইক্বার' একটি প্রধান প্রমাণ। তবে যেহেতু এই শাস্তিগুলো অত্যন্ত কঠোর, তাই স্বীকারোক্তির ভিত্তি ও তা প্রত্যাহারের বিধান সাধারণ আর্থিক লেনদেনের চেয়ে ভিন্ন।

হদ ও কিসাসের স্বীকারোক্তি (الإقرار بالحدود والقصاص): ১. হুদুদ (যেমন যিনা/চুরি): হুদুদ আল্লাহর হক (হক্কুল্লাহ)। এখানে স্বীকারোক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট হতে হবে। যিনার ক্ষেত্রে হানাফী মতে চারবার স্বীকারোক্তি দেওয়া শর্ত। চুরির ক্ষেত্রে একবারই যথেষ্ট।

- **ফিরে আসার বিধান (الرجوع):** হুদুদের ক্ষেত্রে শাস্তি কার্যকর হওয়ার আগ মুহূর্তেও যদি অপরাধী তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয় বা বলে "আমি মিথ্যা বলেছি", তবে **শাস্তি বাতিল হয়ে যাবে**।

- **কারণ:** হদ সন্দেহের কারণে রহিত হয় (Idra'ul Hudud)। ফিরে আসা একটি সন্দেহ তৈরি করে যে হয়তো সে সত্য বলছে। **আরবি দলিল: "الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ مَقْبُولٌ وَيُسْقِطُ الْحَدَّ."**

২. **কিসাস (যেমন হত্যা/জখম):** কিসাস হলো বান্দার হক (হক্কুল ইবাদ)। নিহত ব্যক্তির পরিবারের অধিকার এখানে জড়িত।

- **স্বীকারোক্তি:** হত্যার স্বীকারোক্তি একবার দিলেই কিসাস বা দিয়াত সাব্যস্ত হয়।

- **ফিরে আসার বিধান:** কিসাসের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসা বা প্রত্যাহার করা **গ্রহণযোগ্য নয়**।

- **কারণ:** বান্দার হক একবার সাব্যস্ত হলে তা কেবল পাওনাদারের ক্ষমা ছাড়া বাতিল হয় না। অপরাধীর কথায় তা বাতিল করলে মজলুমের অধিকার নষ্ট হবে। **আরবি ইবারত: "لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ فِي الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ."**

পার্থক্য: আল্লাহ দয়ালু, তাই তাঁর হকের (হদ) ক্ষেত্রে সন্দেহকে ক্ষমার কারণ ধরা হয়। কিন্তু মানুষের হকের (কিসাস) ক্ষেত্রে ইনসাফ নিশ্চিত করতে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়।

উপসংহার: সুতরাং, কেউ যদি চুরির স্বীকারোক্তি দিয়ে পরে অস্বীকার করে, তার হাত কাটা যাবে না (তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে)। কিন্তু হত্যার স্বীকারোক্তি দিয়ে অস্বীকার করলে তাকে কিসাস থেকে রেহাই দেওয়া হবে না, কারণ এটি অন্যের জীবনের বদলা।

আল-ওয়াকালা : ওকালতি (الوكالة)

প্রশ্ন-৩৫: 'ওকালতি' (আল-ওয়াকালা)-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর রুকনগুলো কী? কোন্ কোন্ বিষয়ে ওকালতি শুদ্ধ হয় এবং কখন ওকালতি শুদ্ধ হয়না? (عرف "الوكالة" وما هي أركانها؟ وفيما تصح الوكالة ومتى لا تصح؟)

উত্তর: ভূমিকা: মানুষ একা সব কাজ সম্পাদন করতে পারে না। তাই প্রয়োজনে অন্যের ওপর দায়িত্ব অর্পণ বা প্রতিনিধিত্ব করার বিধান ইসলামে রয়েছে, যাকে 'ওয়াকালা' বা ওকালতি বলা হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এ লেনদেন ও মামলা-মোকদ্দমায় ওকালতির বিধান বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

ওকালতির সংজ্ঞা (تعريف الوكالة):

- **আভিধানিক অর্থ:** ওয়াকালা অর্থ—সংরক্ষণ করা, দায়িত্ব দেওয়া বা নির্ভর করা। আমরা বলি, "তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ" (আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম)।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফী ফিকহ অনুযায়ী: **"هِيَ إِقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ."** অর্থ: *"নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে অন্যকে কোনো বৈধ ও জানা কাজে নিযুক্ত করা।"*

ওকালতির রুকনসমূহ (أركان الوكالة): ওকালতি চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য ৪টি রুকন বা স্তম্ভ রয়েছে: ১. **মুয়াক্কিল (الموكل):** যিনি দায়িত্ব দিচ্ছেন (Client)। তাকে অবশ্যই চুক্তি করার যোগ্য (আকিল, বালেগ) হতে হবে। ২. **উকিল (الوكيل):** যাকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে (Agent)। তাকেও কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। ৩. **মুয়াক্কাল বিহি (الموكل به):** যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে (Subject matter)। কাজটি শরিয়তে জায়েয ও মালিকানাধীন হতে হবে। ৪. **সীগাহ (الصيغة):** প্রস্তাব ও গ্রহণ (ইজাব ও কবুল)। যেমন বলা, "আমি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে বিক্রির দায়িত্ব দিলাম।"

ওকালতি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্র (مجالات الصحة والبطلان):

(ক) যেখানে শুদ্ধ হয় (تصح فيها):

- **আর্থিক লেনদেন:** ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া, দান করা।

- **পারিবারিক আইন:** বিয়ে, তালাক প্রদান বা গ্রহণ।
- **মামলা:** বিচারকের সামনে দাবি পেশ করা বা উত্তর দেওয়া (Khusuma)। **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) উরওয়া আল-বারীকী (রা.)-কে ছাগল কেনার জন্য উকিল নিয়োগ করেছিলেন। **আরবি:** " **وَكَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ**."

(খ) যেখানে শুদ্ধ হয় না (لا تصح فيها):

- **শারীরিক ইবাদত:** নামায, রোজা বা পবিত্রতা অর্জনের জন্য অন্যকে উকিল বানানো যায় না। (তবে হজ বা যাকাতের মতো আর্থিক ইবাদতে প্রতিনিধিত্ব চলে)।
- **শাস্তি গ্রহণ:** কেউ নিজের পরিবর্তে অন্যকে হদ বা কিসাসের শাস্তি ভোগ করার জন্য উকিল বানাতে পারে না।
- **শপথ (কসম):** কসম খাওয়ার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা যায় না, নিজেকেই খেতে হয়।
- **পাপ কাজ:** হারাম কাজ (যেমন মদ কেনা বা কাউকে হত্যা করা)-এর জন্য ওকালতি বাতিল।

উপসংহার: ওকালতি একটি বৈধ চুক্তি যা মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করে। তবে এটি কেবল সেই সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে প্রতিনিধি নিয়োগের যৌক্তিকতা ও শরয়ী অনুমোদন রয়েছে। বিশুদ্ধ নিয়তে ওকালতি করা সওয়াবের কাজ।

প্রশ্ন-৩৬: ক্রয়-বিক্রয়ের ওকালতি সম্পর্কে আলোচনা কর। উকিলের নিজের জন্য বিক্রি করার হুকুম কী? (تحدث عن الوكالة بالبيع والشراء - وما هو حكم بيع الوكيل لنفسه؟)

উত্তর: ভূমিকা: মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ক্রয়-বিক্রয় একটি অপরিহার্য বিষয়। অনেক সময় ব্যক্তি সরাসরি উপস্থিত থেকে এই কাজ করতে পারে না, তাই সে অন্যকে প্রতিনিধি বা 'উকিল' নিয়োগ করে। একে 'ওকালতি বিল বাই ওস-শিরা' (وكالة بالبيع والشراء) বলা হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এ ক্রয়-বিক্রয়ের উকিলের ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা করা হয়েছে।

ক্রয়-বিক্রয়ের ওকালতি (الوكالة بالبيع والشراء): ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য কাউকে দায়িত্ব দিলে উকিল মুয়াক্কিলের (মূল মালিকের) পক্ষ থেকে চুক্তি সম্পাদন করেন। ১. **ক্ষমতা:** উকিল নির্ধারিত মূল্যে বা প্রচলিত বাজার দরে পণ্য বিক্রি করতে পারেন। ২. **হুকুম:** বিক্রয়ের চুক্তি উকিলের সাথে সম্পাদন হলেও মালিকানা মূলত মুয়াক্কিলের দিকে বর্তায়। তবে পণ্যের দোষ-ত্রুটি বা মূল্য পরিশোধের দায়ভার প্রাথমিকভাবে উকিলের ওপর বর্তায়, যদি না সে স্পষ্ট করে যে সে কেবল প্রতিনিধি। **আরবি:** "**الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ أَمِينٌ، لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي**." (বিক্রয়ের উকিল আমানতদার, সে সীমা লঙ্ঘন না করলে ক্ষতিপূরণ দেবে না)।

উকিলের নিজের জন্য বিক্রি করার হুকুম (حكم بيع الوكيل لنفسه): একজন ব্যক্তি যাকে পণ্য বিক্রি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে (উকিল বিল বাই), সে কি ওই পণ্যটি নিজেই কিনে নিতে পারবে?

- **হানাফী মাযহাব:** হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, উকিল তার দায়িত্বপ্রাপ্ত পণ্য **নিজের কাছে বিক্রি করতে পারবে না** এবং নিজের জন্য কিনতেও পারবে না। এমনকি সে তার নাবালক সন্তান বা ক্রীতদাসের কাছেও বিক্রি করতে পারবে না।

- **কারণ:** ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে দুটি পক্ষ থাকা জরুরি—একজন দাতা (Mujib) এবং একজন গ্রহীতা (Qabil)। যদি উকিল নিজেই কেনে, তবে সে একাই দাতা ও গ্রহীতা হয়ে যায়, যা অসম্ভব (Itihadul Mujib wal Qabil)। তাছাড়া এতে স্বার্থের সংঘাত (Tuhmah) তৈরি হয়; উকিল চাইবে সস্তায় কিনতে আর মুয়াক্কিল চাইবে বেশিতে বেচতে। **আরবি দলিল:** "**لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ**." অর্থ: *"বিক্রয়ের উকিলের জন্য নিজের কাছে বিক্রি করা জায়েয নয়, কারণ একজন ব্যক্তি একই সময়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা হতে পারে না।"*

- **ব্যতিক্রম:** যদি মুয়াক্কিল স্পষ্ট বলে দেয়, "তুমি নিজেও কিনতে পার" অথবা নির্দিষ্ট দাম ঠিক করে দেয়, তখন জায়েয হতে পারে।

উপসংহার: ওকালতি আমানতের বিষয়। ইসলামি শরিয়ত স্বার্থের সংঘাত এড়ানোর জন্য উকিলকে নিজের সাথে লেনদেন করতে নিষেধ করেছে, যাতে স্বচ্ছতা বজায় থাকে।

আল-কিসাস : কিসাস (القصاص)

প্রশ্ন-৩৭: 'কিসাস' (প্রতিশোধ)-এর সংজ্ঞা দাও। হানাফীদের মতে ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি কী কী? (عرف "القصاص" - وما هي شروط وجوبه في القتل العمد عند الحنفية؟)

উত্তর: ভূমিকা: মানুষের জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা বা আঘাত করার শাস্তি হিসেবে 'কিসাস' বা সমপরিমাণ প্রতিশোধের বিধান রাখা হয়েছে। এটি ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত রূপ।

কিসাসের সংজ্ঞা (تعريف القصاص):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'কিসাস' শব্দটি 'কাসাস' (قصّ الأثر) থেকে এসেছে, যার অর্থ পদাঙ্ক অনুসরণ করা। যেহেতু অপরাধী যা করেছে, ঠিক তার অনুরূপ পথ অনুসরণ করে শাস্তি দেওয়া হয়, তাই একে কিসাস বলে।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফী মতে: "**هُوَ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا تَقْتَضِي الْمُسَاوَاتَ بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالْعُقُوبَةِ.**" অর্থ: *"এটি শরিয়ত নির্ধারিত এমন শাস্তি যা অপরাধ এবং শাস্তির মধ্যে সমতা দাবি করে (অর্থাৎ জানের বদলে জান, এবং জখমের বদলে জখম)।"*

ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি (شروط وجوب القصاص): হানাফী মাযহাবে 'ক্বাতলে আমদ' বা ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) কার্যকর করতে হলে নিচের শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে: ১. **ইচ্ছাকৃত হত্যা (العمد):** হত্যাকারী এমন অস্ত্র বা বস্তু ব্যবহার করেছে যা সাধারণত হত্যা করতে সক্ষম (যেমন—তলোয়ার, বন্দুক, ধারালো লোহা)। হানাফী মতে, পাথর বা লাঠি দিয়ে মারলে তা 'শিবহে আমদ' হতে পারে, যাতে কিসাস নেই। **আরবি:** "**أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ بِمُحَدَّدٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ.**" ২. **নিহত ব্যক্তির নিরাপত্তা (عصمة القتيل):** নিহত ব্যক্তি অবশ্যই নিরপরাধ এবং শরিয়তের দৃষ্টিতে সংরক্ষিত রক্তের অধিকারী (মাসুমুদ দাম) হতে হবে। যেমন—মুসলিম বা জিম্মি। হারবি কাফেরকে হত্যা করলে কিসাস নেই। ৩. **হত্যাকারীর যোগ্যতা:** হত্যাকারীকে অবশ্যই 'আকিল' (সুস্থ মস্তিষ্ক) এবং 'বালেগ' (প্রাপ্তবয়স্ক) হতে হবে। পাগল বা শিশুর ওপর কিসাস নেই। ৪. **পিতৃত্ব না থাকা:** হত্যাকারী যদি নিহতের পিতা বা দাদা হয়, তবে কিসাস নেওয়া হবে না। রাসুল (সা.) বলেছেন: "**لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ.**" (সন্তানের বিনিময়ে

পিতাকে হত্যা করা হয় না)। ৫. **ধর্ম ও স্বাধীনতার সমতা:** হানাফী মতে, মুসলমান কর্তৃক জিম্মি (অমুসলিম নাগরিক) নিহত হলে কিসাস হিসেবে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে। কারণ জীবনের নিরাপত্তা উভয়ের সমান। (অন্য মাযহাবে ভিন্নমত আছে)। **আরবি মূলনীতি: "يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ."**

উপসংহার: কিসাস কেবল প্রতিশোধ নয়, এটি জীবনের সুরক্ষা। আল্লাহ বলেন, *"হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।"* তবে এর প্রয়োগে হানাফী ফিকহ অত্যন্ত সতর্ক এবং শর্তসাপেক্ষ।

প্রশ্ন-৩৮: কিসাস থেকে 'ক্ষমা' (আল-আফউ)-এর মাসয়ালা সম্পর্কে আলোচনা কর। অর্থের বিনিময়ে ক্ষমা করার (আপোষ) হুকুম কী? ("تحدث عن مسألة "العفو (عن القصاص - وما هو حكم العفو مقابل مال (الصلح)؟

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামে কিসাস বা হত্যার বদলা হত্যার বিধান থাকলেও ক্ষমার দরজা সবসময় উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কিসাসের আয়াতের সাথেই ক্ষমার কথা উল্লেখ করে মুমিনদের দয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এ কিসাস মাফ করার পদ্ধতি ও হুকুম বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

কিসাস থেকে ক্ষমা বা আল-আফউ (العفو عن القصاص): নিহত ব্যক্তির অভিভাবক বা ওয়ারিশদের (আউলিয়ায়ে মাকতুল) অধিকার রয়েছে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেওয়ার।

- **হুকুম:** যদি সকল ওয়ারিশ বা তাদের কেউ হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) **রহিত হয়ে যাবে**। কারণ কিসাস বান্দার হক, আর হকদার মাফ করলে তা মাফ হয়ে যায়। **আরবি দলিল:** আল্লাহ বলেন: **" فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ."** (যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা করা হয়...)।
- **পদ্ধতি:** ক্ষমা দুইভাবে হতে পারে: ১. **বিনা বিনিময়ে ক্ষমা:** শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মাফ করে দেওয়া। এটিই সর্বোত্তম। ২. **বিনিময়ে ক্ষমা:** অর্থের বিনিময়ে আপোষ করা।

অর্থের বিনিময়ে ক্ষমা বা 'সুলহ' (الصلح): হত্যাকারীর সাথে অর্থের বিনিময়ে কিসাস রহিত করার চুক্তিকে 'সুলহ' বলা হয়।

- **হানাফী বিধান:** হানাফী মাযহাব মতে, কিসাসের পরিবর্তে মালের (অর্থের) বিনিময়ে আপোষ করা **জায়েয**। যদি ওয়ারিশরা এবং হত্যাকারী একমত হয় যে, কিসাসের বদলে হত্যাকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেবে, তবে তা বৈধ। এই টাকার পরিমাণ শরিয়ত নির্ধারিত 'দিয়াত' (রক্তপণ)-এর সমান হতে পারে, কম হতে পারে, বা বেশিও হতে পারে। **আরবি ইবারত:** "**يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنِ الْقِصَاصِ بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ مِثْلِهَا.**" অর্থ: *"কিসাসের পরিবর্তে দিয়াতের চেয়ে বেশি, কম বা সমপরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আপোষ করা জায়েয।"*

- **শর্ত:** এটি হত্যাকারীর সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। কারণ কিসাস হলো প্রাণের শাস্তি, আর মাল হলো সম্পদের শাস্তি। প্রাণের বদলে মাল বাধ্যতামূলক করা যায় না, যদি না হত্যাকারী রাজি হয়। (ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে)।

উপসংহার: ক্ষমা ইসলামের সৌন্দর্য। কিসাসের ভয় দেখিয়ে হত্যাকারীকে অনুতপ্ত করা এবং পরবর্তীতে ক্ষমার মাধ্যমে শত্রুতা দূর করা—এটাই ইসলামি দণ্ডবিধির সামাজিক দর্শন।

আল-ফারাইয : ফারাইয (الفرائض)

প্রশ্ন-৩৯: 'উত্তরাধিকার' (আল-ইরস)-এর সংজ্ঞা দাও। 'আসহাবুল ফুরূয' কারা? এবং স্বামী বা স্ত্রীর নির্ধারিত অংশের পরিমাণ উল্লেখ কর। (عرف "الإرث" ومن هم "أصحاب الفروض"؟ واذكر مقدار نصيب الزوج أو الزوجة.)

উত্তর: ভূমিকা: মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ শরয়ী পদ্ধতিতে ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করাকে 'ফারাইয' বা 'মিরাস' বলা হয়। এটি ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি। রাসুল (সা.) একে 'অর্ধেক জ্ঞান' (নিসফুল ইলম) বলেছেন।

উত্তরাধিকার বা আল-ইরস-এর সংজ্ঞা (تعريف الإرث):

- **আভিধানিক অর্থ:** ইরস অর্থ—স্থলাভিষিক্ত হওয়া বা বাকি থাকা।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** **" هُوَ حَقٌّ قَابِلٌ لِلتَّجَزُّؤِ يَثْبُتُ لِمُسْتَحِقٍّ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ كَانَ لَهُ."** অর্থ: *"এটি এমন একটি বিভাজনযোগ্য অধিকার, যা মূল মালিকের মৃত্যুর পর হকদারদের জন্য সাব্যস্ত হয়।"*

আসহাবুল ফুরূয বা নির্ধারিত অংশের মালিক (أصحاب الفروض): যাদের অংশ পবিত্র কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে (ভগ্নাংশ আকারে) উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরকে 'আসহাবুল ফুরূয' বা 'যাবিল ফুরূয' বলা হয়। মৃত ব্যক্তির ঋণ ও ওসিয়ত পূরণের পর সর্বপ্রথম এদের অংশ দেওয়া হয়। এরা মোট ১২ জন:

- **পুরুষ ৪ জন:** পিতা, দাদা, বৈপিত্রেয় ভাই এবং স্বামী।
- **নারী ৮ জন:** স্ত্রী, কন্যা, পোত্রী, মা, দাদী, আপন বোন, বৈমাত্রেয় বোন এবং বৈপিত্রেয় বোন। **আরবি: "هُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى."**

স্বামী ও স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ (ميراث الزوجين): পবিত্র কুরআনের সূরা নিসায় এদের অংশ স্পষ্ট করা হয়েছে: **১. স্বামীর অংশ (ميراث الزوج):**

- **১/২ (অর্ধেক):** যদি মৃত স্ত্রীর কোনো সন্তান (ছেলে/মেয়ে বা ছেলের সন্তান) না থাকে।
- **১/৪ (এক-চতুর্থাংশ):** যদি মৃত স্ত্রীর সন্তান থাকে। **আরবি দলিল: " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ."**

২. **স্ত্রীর অংশ (ميراث الزوجة):**

- **১/৪ (এক-চতুর্থাংশ):** যদি মৃত স্বামীর কোনো সন্তান না থাকে।
- **১/৮ (এক-অষ্টমাংশ):** যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে। (একাধিক স্ত্রী থাকলে এই অংশ তাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে)। **আরবি দলিল: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ."**

উপসংহার: আসহাবুল ফুরূযের অংশ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত 'হুদুদ' বা সীমারেখা। এতে কমবেশি করার অধিকার কারো নেই।

প্রশ্ন-৪০: 'হাজব (বঞ্চিত করা)-এর মাসয়ালা ব্যাখ্যা কর। হাজবে নুকসান (অংশ হ্রাস), এবং হাজবে হির্মান (সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (اشرح مسألة الحجب (الحرمان) وما هو الفرق بين حجب النقصان وحجب الحرمان؟

উত্তর: ভূমিকা: ফারাইয শাস্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয় হলো 'হাজব' (الحجب) বা বাধা দেওয়া। একজন ওয়ারিশের উপস্থিতির কারণে অন্য ওয়ারিশের অংশ কমে যাওয়া বা পুরোপুরি বঞ্চিত হওয়াকে হাজব বলে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এ মিরাস বণ্টনের আগে হাজব সম্পর্কে জানা আবশ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাজব-এর সংজ্ঞা (تعريف الحجب): আভিধানিক অর্থ হলো—আড়াল করা বা বাধা দেওয়া। পরিভাষায়: **"مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الْإِرْثِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ."** অর্থ: *"উত্তরাধিকারের কারণ থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তিকে মিরাস থেকে পুরোপুরি বা তার বড় অংশ থেকে বঞ্চিত করা।"*

হাজবের প্রকারভেদ ও পার্থক্য: হাজব দুই প্রকার: ১. হাজবে নুকসান, ২. হাজবে হির্মান।

১. হাজবে নুকসান (حجب النقصان):

- **বর্ণনা:** কোনো ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে অন্য ওয়ারিশের অংশ কমে যাওয়া, কিন্তু সে পুরোপুরি বঞ্চিত হয় না।

- **উদাহরণ:** মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকার কারণে স্বামী ১/২ (অর্ধেক) এর পরিবর্তে ১/৪ (এক-চতুর্থাংশ) পায়। অথবা মায়ের অংশ ১/৩ থেকে কমে ১/৬ হয়।

- **প্রভাব:** এটি আসহাবুল ফুরূযের সবার ক্ষেত্রে হতে পারে। **আরবি: "هُوَ نَقْصُ حَقِّ الْوَارِثِ مِنْ سَهْمٍ أَكْبَرَ إِلَى سَهْمٍ أَصْغَرَ."**

২. হাজবে হির্মান (حجب الحرمان):

- **বর্ণনা:** নিকটবর্তী ওয়ারিশ থাকার কারণে দূরবর্তী ওয়ারিশের পুরোপুরি বঞ্চিত হওয়া। একে 'হাজবে ইসকাত'ও বলা হয়।

- **উদাহরণ:** পুত্র (Son) জীবিত থাকলে পৌত্র (Grandson) কোনো মিরাস পায় না। অথবা পিতা জীবিত থাকলে দাদা মিরাস পায় না।

- **মূলনীতি: "الْأَقْرَبُ يَحْجُبُ الْأَبْعَدَ."** (নিকটবর্তী জন দূরবর্তী জনকে বঞ্চিত করে)।

- **প্রভাব:** ৬ জন ব্যক্তি কখনোই হাজবে হির্মান বা পূর্ণ বঞ্চনার শিকার হন না (পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী)। বাকিরা বঞ্চিত হতে পারে।

পার্থক্য (الفرق):

পার্থক্যের বিষয়	হাজবে নুকসান	হাজবে হির্মান
ফলাফল	অংশ কমে যায়, কিন্তু কিছু না কিছু পায়।	পুরোপুরি বঞ্চিত হয়, কিছুই পায় না।
প্রযোজ্যতা	সকল ওয়ারিশের ওপর আসতে পারে।	পিতা-মাতা ও সন্তান-স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্যদের ওপর আসে।
সম্পর্ক	এটি অংশ কমানোর সাথে সম্পৃক্ত।	এটি উত্তরাধিকার বাতিল করার সাথে সম্পৃক্ত।

উপসংহার: হাজবের বিধান এই যুক্তি বহন করে যে, মৃতের সাথে যার সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ, তার উপকারের দাবি তত বেশি। তাই কাছের আত্মীয় থাকতে দূরের আত্মীয় সম্পদ পায় না, যাতে সম্পদ বিক্ষিপ্ত না হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৪১: হানাফী মাযহাবে 'যাবিল আরহাম' (রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়)-এর উত্তরাধিকারের হুকুম কী? এবং কখন তারা উত্তরাধিকারী হয়? (ما هو حكم "ذوي الأرحام" في الميراث في المذهب الحنفي؟ ومتى يرثون؟)

উত্তর: ভূমিকা: ফারাইয বা মিরাস বণ্টন ব্যবস্থায় ওয়ারিশদের প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়: আসহাবুল ফুরূয, আসাবাহ এবং যাবিল আরহাম। হানাফী মাযহাবে 'যাবিল আরহাম'-এর উত্তরাধিকার লাভের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থে এদের হুকুম ও অগ্রাধিকারের ক্রম বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

যাবিল আরহাম-এর পরিচয় (تعريف ذوي الأرحام):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'আরহাম' শব্দটি 'রহিম' (গর্ভাশয়/রক্তের সম্পর্ক)-এর বহুবচন। অর্থাৎ নিকটাত্মীয়।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফী ফিকহ অনুযায়ী: "**هُمْ كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي سَهْمٍ مُقَدَّرٍ (صَاحِبِ فَرْضٍ) وَلَا عَصَبَةٍ**." অর্থ: *"মৃতের এমন সব আত্মীয় যারা 'আসহাবুল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশের মালিক) নয় এবং 'আসাবাহ' (অবশিষ্টাংশ ভোগী)-ও নয়।"* উদাহরণস্বরূপ: মেয়ের সন্তান (নাতি-নাতনি), বোনের সন্তান (ভাগিনা-ভাগিনি), মামা, খালা, নানার বাবা (মায়ের দিকের দাদা) ইত্যাদি।

উত্তরাধিকারের হুকুম (حكم توريثهم): হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে যাবিল আরহামদের মিরাস দেওয়া **ওয়াজিব**। যদিও প্রাথমিক যুগে জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর মতো কোনো কোনো সাহাবী এদের মিরাস দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন, কিন্তু হযরত আলী (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হানাফী ইমামগণের সর্বসম্মত রায় হলো তারা উত্তরাধিকারী হবে। **দলিল:** আল্লাহ তাআলা বলেন: "**وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ**." অর্থ: *"আর আল্লাহর কিতাবে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা একে অপরের (মিরাস লাভের) বেশি হকদার।"* (সূরা আনফাল: ৭৫)।

কখন তারা উত্তরাধিকারী হয়? (شروط التوريث): তারা তখনই মিরাস পাবে যখন নিচের দুটি শর্ত পাওয়া যাবে: ১. **আসহাবুল ফুরূয না থাকা:** মৃতের কোনো নির্দিষ্ট অংশের হকদার ওয়ারিশ নেই। (ব্যতিক্রম: স্বামী বা স্ত্রী থাকলে তাদের অংশ

দেওয়ার পর বাকিটা যাবিল আরহাম পাবে)। ২. **আসাবাহ না থাকা:** মৃতের কোনো আসাবাহ (যেমন পুত্র, ভাই, চাচা) নেই। **আরবি মূলনীতি: " لَا يَرِثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ إِلَّا عِنْدَ فَقْدِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ."**

উপসংহার: যদি মৃতের কোনো নিকটাত্মীয় না থাকে, তবে তার সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে (বাইতুল মাল) জমা হওয়ার চেয়ে নিজের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের (যেমন ভাগিনা বা মামা) দেওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত ও ইনসাফপূর্ণ। হানাফী মাযহাব আত্মীয়তার এই দাবিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।

আল-খুনসা : উভয় লিঙ্গের ব্যক্তি (الخنثى)

প্রশ্ন-৪২: 'অস্পষ্ট উভয় লিঙ্গের ব্যক্তি' (আল-খুনসা আল-মুশকিল)-এর সংজ্ঞা দাও। তার লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য কোন কোন আলামতের উপর নির্ভর করা হয়? (عرف "الخنثى المشكل" - وما هي العلامات التي تعتمد لتحديد جنسه؟)

উত্তর: ভূমিকা: মহান আল্লাহ মানুষকে নারী ও পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কখনো কখনো জন্মগত ত্রুটির কারণে এমন শিশুর জন্ম হয় যার লিঙ্গ স্পষ্ট নয় বা উভয় লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ফিকহের পরিভাষায় একে 'খুনসা' বলে। হানাফী ফিকহে এদের বিধান নির্ধারণের জন্য লিঙ্গ সনাক্তকরণের বৈজ্ঞানিক ও শরয়ী পদ্ধতি রয়েছে।

খুনসা মুশকিল-এর সংজ্ঞা (تعريف الخنثى المشكل):

- **খুনসা:** যার মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়ের যৌনাঙ্গ আছে অথবা কারোরই নেই (কেবল ছিদ্র আছে)।
- **আল-মুশকিল (অস্পষ্ট):** এমন খুনসা যার লিঙ্গ নির্ধারণ করা কঠিন। অর্থাৎ যার আলামতগুলো পরস্পর বিরোধী বা সমান। **আরবি সংজ্ঞা:** "**هُوَ الَّذِي لَا يُعْلَمُ أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى لِتَعَارُضِ الْعَلَامَاتِ أَوْ عَدَمِهَا.**" অর্থ: *"যার আলামতসমূহের বিরোধ বা অনুপস্থিতির কারণে সে পুরুষ না নারী—তা জানা যায় না।"*

লিঙ্গ নির্ধারণের আলামতসমূহ (علامات تحديد الجنس): ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং হানাফী ফকীহগণ লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য পর্যায়ক্রমে কিছু আলামতের ওপর নির্ভর করেন:

১. প্রস্রাবের স্থান (المبال): এটিই প্রধান আলামত। শিশুটি কোন্ অঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করছে তা দেখা হবে।

- যদি পুরুষের অঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে, তবে সে **পুরুষ**।
- যদি নারীর অঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে, তবে সে **নারী**। **হাদিস:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে মিরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "**يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ.**" (সে যে স্থান দিয়ে প্রস্রাব করে, তার ভিত্তিতে মিরাস নির্ধারিত হবে)।

২. **প্রস্রাবের অগ্রগামিতা (سبق البول):** যদি উভয় অঙ্গ দিয়েই প্রস্রাব বের হয়, তবে দেখা হবে কোন্ অঙ্গ দিয়ে **আগে** বের হয়েছে। যেখান দিয়ে আগে বের হবে, সে অনুযায়ী হুকুম হবে।

৩. **বয়ঃসন্ধিকালীন আলামত (علامات البلوغ):** বড় হওয়ার পরও যদি অস্পষ্টতা থাকে, তবে বয়ঃসন্ধিকালের লক্ষণ দেখা হবে:

- **পুরুষের লক্ষণ:** দাড়ি গজালে (نَبَاتُ اللِّحْيَةِ) বা স্বপ্নদোষ হলে তাকে পুরুষ ধরা হবে।
- **নারীর লক্ষণ:** স্তন বড় হলে (ظُهُورُ الثَّدْيِ), ঋতুস্রাব (حيض) দেখা দিলে বা গর্ভবতী হলে তাকে নারী ধরা হবে।

উপসংহার: যদি বড় হওয়ার পরও কোনো স্পষ্ট লক্ষণ না পাওয়া যায় বা লক্ষণগুলো সমান থাকে, তবেই তাকে চূড়ান্তভাবে 'খুনসা মুশকিল' বলা হয় এবং তার বিধান সতর্কতার সাথে (Precautionary way) পালন করা হয়।

প্রশ্ন-৪৩: ফারাইযের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট উভয় লিঙ্গের ব্যক্তির উত্তরাধিকার কীভাবে বণ্টন করা হয়? নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। (كيف يتم تقسيم ميراث الخنثى المشكل في الفرائض؟ اشرح الطريقة المعتمدة.)

উত্তর: ভূমিকা: উত্তরাধিকার আইনে পুরুষ ও নারীর অংশ সাধারণত ভিন্ন (পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পায়)। তাই 'খুনসা মুশকিল' বা যার লিঙ্গ অস্পষ্ট, তার মিরাস বণ্টন একটি জটিল ফিকহী সমস্যা। হানাফী মাযহাবে এ ক্ষেত্রে 'সতর্কতা' বা 'ইহতিয়াত'-এর নীতি অনুসরণ করা হয়।

বণ্টনের মূলনীতি (القاعدة الأساسية): হানাফী মাযহাব মতে, খুনসা মুশকিলের মিরাস বণ্টনের মূলনীতি হলো: **"يُعْطَى لِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ أَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ."** অর্থ: *"অস্পষ্ট উভয় লিঙ্গের ব্যক্তিকে দুটি অংশের (পুরুষ ধরে ও নারী ধরে) মধ্যে যেটি কম, সেই অংশটি দেওয়া হবে।"* কারণ মিরাস হলো মালিকানা সাব্যস্ত করা। আর মালিকানা 'ইয়াকিন' বা নিশ্চিত হওয়া ছাড়া সাব্যস্ত হয় না। বেশি অংশটি সন্দেহযুক্ত, তাই কম অংশটি নিশ্চিত হিসেবে তাকে দেওয়া হবে।

নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি ব্যাখ্যা (شرح الطريقة المعتمدة): বণ্টন প্রক্রিয়াটি দুটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়: **১. প্রথম ধাপ (পুরুষ অনুমান):** প্রথমে তাকে 'পুরুষ' (পুত্র বা ভাই) ধরে মিরাসের হিসাব কষা হবে এবং তার প্রাপ্য অংশ বের করা হবে। **২. দ্বিতীয় ধাপ (নারী অনুমান):** এরপর তাকে 'নারী' (কন্যা বা বোন) ধরে পুনরায় হিসাব কষা হবে এবং তার প্রাপ্য অংশ বের করা হবে। **৩. চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত:** এই দুই ফলাফলের মধ্যে যেটিতে তার অংশ **কম** হয়, সেটাই তাকে দেওয়া হবে। এবং বাকি ওয়ারিশদের তাদের 'পূর্ণ অংশ' (যদি তারা প্রভাবিত না হয়) বা 'অনিশ্চিত অংশ' সংরক্ষণ করা হবে।

উদাহরণ: মৃত ব্যক্তি এক পুত্র এবং এক 'খুনসা' সন্তান রেখে মারা গেল।

- **পুরুষ ধরলে:** ২ পুত্র। সম্পদ আধাআধি ভাগ হবে (১:১)। খুনসা পাবে **১/২**।
- **নারী ধরলে:** **১** পুত্র ও **১** কন্যা। সম্পদ লিজ্জাকারি মিসলু হাযযিল উনসায়াইনি (২:১) হারে ভাগ হবে। পুত্র **২/৩** এবং খুনসা (কন্যা) **১/৩** পাবে।
- **ফলাফল:** **১/২** এর চেয়ে **১/৩** ছোট। তাই হানাফী মতে খুনসাকে **১/৩ (কম অংশ)** দেওয়া হবে।

উপসংহার: এই পদ্ধতিতে খুনসার প্রতি অবিচার করা হয় না, বরং শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে নিশ্চিতটুকু তাকে দেওয়া হয়। হানাফী ফিকহ সম্পদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক, যাতে অন্যের হক নষ্ট না হয়।

আল-হিয়াল ওয়াল মাখারিজ : কৌশল ও সমাধান (الحيل والمخارج)

প্রশ্ন-৪৪: 'শরীয়তসম্মত কৌশল' (আল-হিয়াল আল-শারইয়্যাহ)-এর সংজ্ঞা দাও। ফিকহে জায়েয এবং নিষিদ্ধ কৌশলের মানদণ্ড কী? (- "الحيل الشرعية" عرف وما هو ضابط الحيلة الجائزة والممنوعة في الفقه؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামী ফিকহে 'হিলা' (الحيلة) বা কৌশল একটি বিশেষ অধ্যায়। অনেক সময় মানুষ এমন আইনি জটিলতায় পড়ে যেখানে শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে বের হওয়ার পথ খোঁজার প্রয়োজন হয়। হানাফী মাযহাবে, বিশেষ করে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, বৈধ পন্থায় সংকট থেকে উত্তরণের কৌশল অবলম্বন করা জায়েয এবং একে 'মাখারিজ' (বের হওয়ার পথ) বলা হয়।

শরীয়তসম্মত কৌশলের সংজ্ঞা (تعريف الحيل الشرعية):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'হিলা' অর্থ—উপায়, কৌশল বা বিচক্ষণতা।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফী ফিকহ অনুযায়ী: "**هِيَ اسْتِعْمَالُ طُرُقٍ شَرْعِيَّةٍ لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الْمَضَايِقِ أَوْ لِتَحْصِيلِ مَقْصُودٍ شَرْعِيٍّ.**" অর্থ: *"সংকট থেকে মুক্তি পেতে অথবা কোনো শরয়ী উদ্দেশ্য হাসিল করতে বৈধ পন্থাসমূহ ব্যবহার করা।"*আল্লামা সারাখসী (রহ.) বলেন: "যে কৌশল বান্দাকে হারাম থেকে বাঁচায় এবং হালালের দিকে নিয়ে যায়, তা উত্তম।"

জায়েয ও নিষিদ্ধ কৌশলের মানদণ্ড (ضابط الجواز والمنع): সব কৌশল বৈধ নয়। ফিকহবিদগণ এর জন্য সুস্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন:

১. জায়েয কৌশল (الحيلة الجائزة):

- **মানদণ্ড:** যে কৌশলের মাধ্যমে কোনো **হক বা অধিকার সাব্যস্ত করা হয়**, অথবা কোনো **বাতিলকে প্রতিরোধ করা হয়**, অথবা **হারাম থেকে বেঁচে হালাল গ্রহণ করা হয়**।
- **উদাহরণ:** কেউ কসম খেল যে সে তার স্ত্রীকে খরচের টাকা দেবে না। এখন দিলে কসম ভঙ্গ হবে, না দিলে স্ত্রী কষ্টে পড়বে। কৌশল হলো—টাকাটা 'ঋণ' হিসেবে দেওয়া বা কাপড়/খাবার কিনে দেওয়া। এতে কসমও রক্ষা হলো, স্ত্রীর হকও আদায় হলো।

- **আরবি: " مَا يَتَخَلَّصُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْحَرَامِ أَوْ يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْحَلَالِ فَهُوَ حَسَنٌ."**

২. **নিষিদ্ধ কৌশল (الحيلة الممنوعة/المكروهة):**

- **মানদণ্ড:** যে কৌশলের মাধ্যমে অন্যের **অধিকার নষ্ট করা হয়**, অথবা কোনো **ওয়াজিব বাতিল করা হয়**, অথবা **হারামকে প্রতারণার মাধ্যমে হালাল সাজানো হয়**।

- **উদাহরণ:** যাকাত দেওয়ার ভয়ে বছর শেষ হওয়ার আগেই সম্পদ অন্যের নামে লিখে দেওয়া বা বিক্রি করে দেওয়া। এটি মাকরূহে তাহরীমি বা হারাম। কারণ এর উদ্দেশ্য আল্লাহর বিধান ফাঁকি দেওয়া।

উপসংহার: সুতরাং, হিলা বা কৌশল ব্যবহারের বৈধতা নির্ভর করে 'নিয়ত' বা উদ্দেশ্যের ওপর। বিপদে পড়লে উদ্ধারের জন্য কৌশল বৈধ, কিন্তু শরিয়তকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন করা মুনাফেকী।

প্রশ্ন-৪৫: হানাফী উৎস থেকে কসম বা লেনদেন অধ্যায়ের একটি জায়েয কৌশলের উদাহরণ দাও। (اذكر مثالا لحيلة جائزة في باب الإيمان أو باب البيوع من مصادر الحنفية.)

উত্তর: ভূমিকা: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' এবং অন্যান্য হানাফী গ্রন্থে মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকগুলো শরয়ী 'মাখারিজ' বা কৌশলের উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে রাগের মাথায় করা কসম (Oath) বা লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষ যাতে পাপে লিপ্ত না হয়, সেজন্য ফকীহগণ বৈধ উপায়ের নির্দেশনা দিয়েছেন। নিচে কসম অধ্যায় থেকে একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ দেওয়া হলো।

উদাহরণ: কসম থেকে বাঁচার কৌশল (حيلة في اليمين): ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি রাগের বশে কসম খেল যে, সে তার কেনা গম খাবে না। কিন্তু পরে দেখা গেল ঘরে অন্য কোনো খাবার নেই এবং এই গম না খেলে অপচয় হবে।

- **কসমের বাক্য: "وَاللَّهِ لَا آكُلُ هَذَا الْقَمْحَ."** (আল্লাহর কসম! আমি এই গম খাব না)।

- **সমস্যা:** যদি সে গমটি সরাসরি রান্না করে বা সিদ্ধ করে খায়, তবে সে 'হিনস' বা শপথ ভঙ্গকারী হবে এবং তাকে কাফফারা দিতে হবে। আর না খেলে সম্পদ নষ্ট হবে।

শরয়ী কৌশল (Hilah): হানাফী ফকীহগণ এর সমাধান দিয়েছেন এভাবে: **১. পদ্ধতি:** ব্যক্তিটি ওই গমগুলোকে যাতায় পিষে 'আটা' বা 'ময়দা' (Flour) বানাবে। এরপর সেই আটা দিয়ে রুটি বানিয়ে খাবে। **২. হুকুম:** এই অবস্থায় সে কসম ভঙ্গকারী হবে না এবং তাকে কাফফারাও দিতে হবে না।

- **যুক্তি ও দলিল:** কসম খাওয়ার সময় সে 'গম' (The grain itself) না খাওয়ার কথা বলেছিল। যখন গম পিষে আটা বানানো হলো এবং তা দিয়ে রুটি তৈরি হলো, তখন আরফ বা সামাজিকভাবে একে আর 'গম খাওয়া' বলা হয় না, বরং 'রুটি খাওয়া' বলা হয়। বস্তুর নাম ও গুণাগুণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। **আরবি মূলনীতি: "الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ."** অর্থ: *"কসম বা শপথ মানুষের প্রচলিত প্রথা ও ভাষার ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল।"*

বিকল্প উদাহরণ (লেনদেন): কেউ কসম খেল, "আমি এই কাপড়টি ১০ টাকার কমে বিক্রি করব না।" কিন্তু বাজারে এর দাম ৮ টাকা।

- **কৌশল:** সে কাপড়টি ৮ টাকায় বিক্রি করবে এবং ক্রেতার কাছ থেকে আলাদাভাবে ২ টাকা মূল্যের অন্য কোনো ছোট জিনিস (যেমন রুমাল) উপহার বা ক্রয় হিসেবে নেবে। অথবা ১০ টাকার কাপড় বিক্রি করে সাথে ২ টাকা ফেরত দেবে (যদি শর্ত না করে)। এভাবে তার কথা (১০ টাকা মূল্য ধরা) ঠিক থাকবে।

উপসংহার: এই কৌশলগুলোর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সত্যবাদী রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাফফারা বা গুনাহ থেকে বাঁচানো। তবে এগুলোর অপব্যবহার করে অন্যের হক নষ্ট করা হানাফী মাযহাবে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

আদাবুল মুফতি : মুফতির আদব ও ফাতাওয়ার উত্তরের প্রতি মনোযোগ (آداب المفتي والتنبيه على الجواب)

প্রশ্ন-৪৬: 'মুফতি' কে? ফাতওয়া প্রদানের জন্য তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইলমী (জ্ঞানগত) ও আমলী (বাস্তবিক) শর্তাবলি কী? (من هو "المفتي"؟ وما هي أهم شروطه العلمية والعملية للإفتاء؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামী শরীয়তে 'ইফতা' বা ফাতওয়া প্রদান করা একটি মহান দায়িত্ব। মুফতি হলেন নবীদের উত্তরসূরি, যিনি মানুষের দ্বীনি সমস্যার সমাধান দেন। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থে মুফতির যোগ্যতা ও শর্তাবলি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে, যাতে ভুল ফাতওয়ার কারণে উম্মত বিভ্রান্ত না হয়।

মুফতির পরিচয় (تعريف المفتي):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'মুফতি' শব্দটি 'ফাতওয়া' (الفتوى) থেকে এসেছে, যার অর্থ কোনো নতুন বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া বা বিধান স্পষ্ট করা।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** উসুলুল ফিকহ অনুযায়ী: **"هُوَ الْمُخْبِرُ عَنْ حُكْمِ اللهِ تَعَالَى لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ أَمْرٍ دِينِيٍّ."** অর্থ: *"যিনি দ্বীনি বিষয়ে প্রশ্নকারীর কাছে আল্লাহ তাআলার হুকুম বা বিধান বর্ণনা করেন।"*

ফাতওয়া প্রদানের শর্তাবলি (شروط الإفتاء): একজন ব্যক্তির মুফতি হওয়ার জন্য এবং তার ফাতওয়া গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দুই ধরণের শর্ত পূরণ করা আবশ্যক:

১. ইলমী বা জ্ঞানগত শর্ত (الشروط العلمية):

- **কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান:** মুফতিকে কুরআনের আয়াত, হাদিস এবং এগুলোর ব্যাখ্যা (নাসিখ-মানসুখ, আম-খাস) সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতে হবে।
- **ইজমা ও কিয়াসের জ্ঞান:** সাহাবা ও পূর্ববর্তী ইমামদের ঐকমত্য (ইজমা) এবং নতুন সমস্যা সমাধানে কিয়াস করার যোগ্যতা থাকতে হবে।
- **হানাফী মাযহাবের ক্ষেত্রে:** বর্তমান যুগে ইজতিহাদ করা কঠিন, তাই হানাফী মুফতির জন্য মাযহাবের ইমামদের কিতাবসমূহ (যেমন জাহিরুর রিওয়ায়াহ)

এবং ফয়সালার মূলনীতি সম্পর্কে পূর্ণ দখল থাকা জরুরি। **আরবি:** " **أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ**."

২. **আমলী বা চারিত্রিক শর্ত (الشروط العملية):**

- **তাকওয়া ও পরহেজগারিতা:** মুফতিকে অবশ্যই আল্লাহভীরু এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকার গুণের অধিকারী হতে হবে। ফাসিক ব্যক্তির ফাতওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।
- **ন্যায়পরায়ণতা (আদালত):** তাকে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হতে হবে।
- **প্রজ্ঞাবান:** তাকে যুগের চাহিদা, মানুষের অবস্থা এবং প্রচলিত প্রথা (উরফ) সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। বোকা বা নির্বোধ ব্যক্তি ফাতওয়া দিতে পারে না।

উপসংহার: আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, "মুফতি আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারী।" তাই যোগ্যতা ছাড়া ফাতওয়া দেওয়া হারাম। রাসুল (সা.) বলেছেন, "**أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ**." (তোমাদের মধ্যে ফাতওয়া দিতে যে বেশি সাহসী, সে জাহান্নামে যেতেও বেশি সাহসী)।

প্রশ্ন-৪৭: উত্তর তৈরি করার ক্ষেত্রে এবং মাসয়ালার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে মুফতির কিছু আদব (যেমন: ইখলাস ও সূক্ষ্মতা) ব্যাখ্যা কর। (اشرح بعض آداب المفتي في صياغة الجواب والتنبيه على المسألة (كالإخلاص والتدقيق).)

উত্তর: ভূমিকা: একজন মুফতি কেবল কিতাব থেকে মাসয়ালা বের করেই দায়িত্ব শেষ করেন না, বরং সেই মাসয়ালাটি প্রশ্নকারীর জন্য কীভাবে উপস্থাপন করছেন—সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' এবং অন্যান্য ফাতওয়া গ্রন্থে মুফতির এই 'আদব' বা শিষ্টাচারগুলোকে ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ফাতওয়া লেখা ও মনোযোগ দেওয়ার আদবসমূহ (آداب المفتي في الجواب):

১. **ইখলাস ও নিয়ত (الإخلاص والنية):** মুফতির প্রধান আদব হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত করা। কোনো জাগতিক স্বার্থ, পদমর্যাদা বা মানুষকে খুশি করার জন্য

ফাতওয়া দেওয়া যাবে না। উত্তর লেখার আগে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত। আরবি: **"وَيَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يُخْلِصَ النِّيَّةَ لِلَّهِ وَيَسْتَعِينَ بِهِ قَبْلَ الْجَوَابِ."**

২. **প্রশ্ন অনুধাবনে সূক্ষ্মতা (التدقيق في السؤال):** উত্তর দেওয়ার আগে প্রশ্নটি বারবার পড়ে তার মূল উদ্দেশ্য বোঝা ওয়াজিব। কারণ, **"الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ"** (কোনো বিষয়ের ওপর হুকুম দেওয়া, সে বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণার ওপর নির্ভরশীল)। প্রশ্নের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা থাকলে তা প্রশ্নকারীর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

৩. **উত্তর লেখার পদ্ধতি:**

- **স্পষ্টতা:** হাতের লেখা স্পষ্ট হতে হবে। এমন পাতলা কলম দিয়ে লেখা যাবে না যা সহজে মুছে ফেলা বা পরিবর্তন করা যায়।
- **ফাঁকা না রাখা:** উত্তরের লাইনগুলোর মাঝে বা শেষে এমন ফাঁকা রাখা যাবে না যেখানে কেউ নতুন শব্দ যোগ করে হুকুম বদলে দিতে পারে।
- **সংক্ষিপ্ততা ও দলিল:** সাধারণ মানুষের জন্য উত্তর হবে সহজ ও সংক্ষিপ্ত। আলেমদের জন্য হলে দলিল উল্লেখ করা উত্তম।

৪. **মানসিক অবস্থা:** মুফতি রাগান্বিত, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, চিন্তিত বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ফাতওয়া লিখবেন না। কারণ এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রাসুল (সা.) বলেছেন: **"لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ."**

৫. **সমাপ্তি:** উত্তরের শেষে **"ওয়া আল্লাহু আলামু বিস-সাওয়াব"** (আল্লাহই সঠিক জানেন) লেখা মুস্তাহাব। এটি মুফতির বিনয় প্রকাশ করে এবং ভুলের দায়ভার আল্লাহর ইলমের দিকে সোপর্দ করে।

উপসংহার: মুফতির আদব রক্ষা করা কেবল শিষ্টাচার নয়, বরং এটি ফাতওয়ার বিশুদ্ধতা রক্ষার কবচ। যখন মুফতি ইখলাস ও সতর্কতার সাথে কলম ধরেন, তখন আল্লাহ তাঁর জবান ও কলমে সত্য জারি করে দেন।